রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৪ সনের ২৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১১, ২০২৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৫৯—৩৯০	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৭৩—১২২০	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭—৪৭	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৫৭—৭৪৪	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৩ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং-১৭.০০.০০০০.০৮৪.৫৬.২৩০.২৩-৬২—জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, দিঘলিয়া, খুলনা-কে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খন্ড) এর বিধি-৪২(২) এবং ৩০০ (বি) অনুযায়ী তাঁর পূর্ব পদের চাকরিকালকে (অর্থ্যাৎ ২১-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-১২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত) বর্তমান চাকরির সাথে পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে পূবর্তন চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বেতন সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা হলোঃ

(ক) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশন গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(খ) তাঁর পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল হোসেন
উপসচিব (চ.দা.) (জ.ব্য-৩)।

মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৫ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ।

নং- ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২০.১৭.৩৯—Bangladesh Bank Order, 1972 এর Article 10(4) ও 10(9) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ১১ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫৩.০০.০০০০.৩১১. ১১.০০১.১৮-৩০৬ নম্বর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রধান অর্থনীতিবিদ (গ্রেড-১) ড. মোঃ হাবিবুর রহমান-কে তাঁর বর্তমান পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ ও অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) স্থগিতের শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্নর পদে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ০৩(তিন) বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

০২। এ নিয়োগের অন্যান্য শর্ত অনুমোদিত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে।

০৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং- ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২০.১৭.৪০—Bangladesh Bank Order, 1972 এর Article 10(4) ও 10(9) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ১১ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫৩.০০.০০০০.৩১১. ১১.০০১.১৮-৩০৬ নম্বর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ খুরশীদ আলম-কে তাঁর বর্তমান পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ ও অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) স্থগিতের শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্নর পদে তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ০৩(তিন) বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

০২। এ নিয়োগের অন্যান্য শর্ত অনুমোদিত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে।

০৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ।

নং ০৫.০০.০০০০.২০৭.১৪.০২৫.১৪(অংশ-২)-৫৬—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ''খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের নতুন কার্যালয় ভবন এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের অধিকতর যাচাই এর নিমিত্ত Post Landing Inspection (PLI) করে নিয়ে আসা লিফটগুলোর বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ প্রদানের জন্য খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত মনোনয়নের আলোকে নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. ড. মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, অধ্যাপক, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

সদস্য

২. জনাব আবু সাঈদ মোঃ জান্নাতুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

সদস্য-সচিব

৩. জনাব শেখর চন্দ্র বিশ্বাস তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম ডিজাইন সার্কেল ঢাকা।

২. কমিটির কর্মপরিধি:

ক. কমিটি ''খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের নতুন কার্যালয় ভবন এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আমদানিকৃত Post Landing Inspection (PLI) করে নিয়ে আসা লিফটগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডিপিপি'র সংস্থান ও কার্যাদেশে বর্ণিত Specification এর মানদণ্ড অনুযায়ী পাওয়া গেছে কিনা সে সম্পর্কিত মতামত প্রদান ও সুপারিশ করবেন;

খ. সুনির্দিষ্ট মতামত ও সুপারিশসহ কমিটি গঠনের ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে একটি প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন।

৩. উক্ত কারিগরি কমিটি কর্মপরিধি অনুযায়ী অবিলম্বে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এ কে এম আবুল কালাম আজাদ
যুগ্মসচিব।

শৃঙ্খলা-৪ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ।

নং- ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০১.২৩-৫৯—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ রেজা-ই-রাব্বী (পরিচিতি নম্বর ১৫৫৪৭), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), যশোর বর্তমানে কাউন্সেলর, বাংলাদেশ এ্যাম্বাসি, সৌদিআরব-এর বিরুদ্ধে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের আওতাভুক্ত সড়ক নির্মানের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নপূর্বক তাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়; অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে তিনি যথাসময়ে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন; তৎপ্রেক্ষিতে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত শুনানির পর অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তার নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জনাব মুহাম্মদ রেজা-ই-রাব্বী (পরিচিতি নম্বর ১৫৫৪৭)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি; এবং

যেহেতু, অভিযোগ, অভিযুক্তের বক্তব্য/জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ রেজা-ই-রাব্বী (পরিচিতি নম্বর ১৫৫৪৭)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ রেজা-ই-রাব্বী (পরিচিতি নম্বর ১৫৫৪৭), প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), যশোর বর্তমানে কাউন্সেলর, বাংলাদেশ এ্যাম্বাসি, সৌদিআরব-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

সিনিয়র সচিব ।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /০৪ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ।

নং-০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.২৩(বি.মা).১১৬—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৮৪৩২),সহকারী কমিশনার (ভূমি), সুজানগর, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সহকারী কমিশনার (ভূমি), চৌহালী, সিরাজগঞ্জ হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে চৌহালী উপজেলা পরিষদের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের রাজস্ব তহবিলের অধীনে বিধি বহির্ভূতভাবে ০৮ (আট)টি প্রকল্প প্রস্তাবপূর্বক উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভার অন্যান্য সদস্যদেরকে অবহিত না করেই উক্ত প্রকল্পসমূহ সভার কার্যবিবরণীতে অর্ন্তভুক্ত করা; স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমোদন না নিয়ে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা; এতদসংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক কারণ দর্শানোর পরিপ্রেক্ষিতে দাখিলকৃত জবাবে বর্ণিত অনিয়মকে অস্বীকার করা এবং কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগসহ বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যক্তিগত কাজে সরকারি গাড়ি যোগে একাধিকবার টাঙ্গাইল ও ঢাকা যাতায়াত করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয় এবং তিনি যথাসময়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন; তৎপ্রেক্ষিতে ২৫-০২-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি ও লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করা হয়; এবং

২। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে ও লিখিত বক্তব্যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৮৪৩২) তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে তিনি এ ধরণের ভুল করবেন না মর্মে অঙ্গীকার করেন; এবং

৩। যেহেতু, সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন, তার বক্তব্য, শুনানিতে প্রদত্ত বাচনিক বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও বিবেচনান্তে চাকুরি জীবনের প্রারম্ভে এ বিচ্যুতি ঘটেছে বিধায় এবং অসাধু উদ্দেশ্য না থাকায় তাকে শাস্তির আওতায় না এনে সংশোধনের সুযোগ দেয়া উচিত;

৪। সেহেতু,সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ক) বিধি অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৮৪৩২), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), চৌহালী, সিরাজগঞ্জ ও বর্তমানে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সুজানগর, পাবনা-কে এই বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

সিনিয়র সচিব ।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০১ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ।

নং-০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৪.১৯.১২১—যেহেতু, কাজী মোঃ আলিমউল্লাহ (পরিচিতি নম্বর-১৬৩৩৩), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল বর্তমানে উপপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর গত ০৫ মে ২০১৬ থেকে ১০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল হিসেবে কর্মরত থাকাকালে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলাধীন নর্থ তালুকদারচর-০২ গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের ৫০ টি ঘর ও ১টি মাল্টিপারপাস হলসহ ল্যাট্রিন, রান্নাঘর, নলকূপ স্থাপন, গোসলখানা নির্মাণ ও দলিল হস্তান্তর কাজের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৬ মে ২০১৭ তারিখের ২৯০ নং স্মারকমূলে ৮৬,৬৩,৫০০/- টাকা এবং ০৬ জুন ২০১৭ তারিখের ৩২৩ নং স্মারকমূলে ২,২০,০০০/- টাকা সর্বমোট ৮৮,৮৩,৫০০/-(আটাশি লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশত) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রকল্প কমিটি গঠন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়; কিন্তু তিনি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন না করে এককভাবে ব্যাংক হতে বিভিন্ন সময়ে টাকা উত্তোলন ও খরচ করে আর্থিক অনিয়ম করায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণের মাধ্যমে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কাজী মোঃ আলিমউল্লাহ (পরিচিতি নং-১৬৩৩৩) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জবাব দাখিল না করায় বা জবাব দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য আবেদন না করায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ০৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও 'দুর্নীতিপরায়ণতার' বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট মতামত উল্লেখ না করায় একই তদন্ত কর্মকর্তাকে সুস্পষ্ট মতামতসহ পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হলে তিনি ০৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

৪। যেহেতু পুন:তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ১৭ জুলাই ২০২৩ তারিখের ২৮০ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

৫। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা কাজী মোঃ আলিমউল্লাহ ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে তাঁর দাখিলকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের কাজটি সর্বোচ্চ গুণগত মানে করার চেষ্টা করেছেন এবং জুন ২০১৯ থেকে প্রকল্পের ৫০টি ঘরে উপকারভোগীরা বসবাস করছেন, দীর্ঘদিন ধরে উক্ত মামলা চলমান থাকার কারণে তিনি পরপর দুইবার প্রমোশন বঞ্চিত হয়ে মানসিক অস্থিরতায় সময় পার করছেন, মেহেন্দিগঞ্জ থেকে পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলায় বদলি, রাঙ্গাবালি থেকে ও.এস.ডি, সেখান থেকে সর্বশেষ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় থেকেও তিনি বিভিন্ন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রকল্প স্থানে মালামাল পাঠিয়ে প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি নিজে উপস্থিত থাকতে না পারায় ও পরপর দুইবার প্রকল্প স্থান থেকে মালামাল চুরি হওয়ায়, সর্বোপরি গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শন টিম হঠাৎ করে প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দেওয়ায়, প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু ত্রুটি থেকে যায়, সেকারণে তাঁর কৃতকর্ম ও অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি ভীষণ অনুতপ্ত ও আন্তরিকভাবে দুঃখিত; এবং

৬। যেহেতু সাক্ষীদের সাক্ষ্য, প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ও পুন:তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কাজী মোঃ আলিমউল্লাহ (পরিচিতি নং ১৬৩৩৩) মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলাধীন নর্থ তালুকদারচর-২ গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করেননি এবং বিভিন্ন সময়ে এককভাবে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন ও খরচ করে আর্থিক অনিয়ম করেছেন এবং শেষ কর্মদিবস অর্থাৎ ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ৭১,০০,০০০/- (একাত্তর লক্ষ) টাকা উত্তোলন করে নিজ হেফাজতে নিয়ে বদলিকৃত কর্মস্থলে গমণ করেন যাতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হয়েছে, এছাড়া পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি কালক্ষেপণ করেছেন ও প্রকল্পের মাল্টিপারপাস হলের কাজ সমাপ্ত করেননি, নলকূপ স্থাপন ও ঘাটলা নির্মাণের কাজ করেননি, এক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব অবহেলা এবং দুর্নীতিপরায়ণতা প্রমাণিত হয়; এবং

৭। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাবসহ সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতার' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ক) বিধি অনুযায়ী '০২(দুই) বছরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ সিনিয়র সহকারী সচিবের নিম্নপদ সহকারী সচিব পদে অবনমিত করার গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত বিধিমালার ৭(১০) বিধি মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শের জন্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট নথি/কাগজপত্র প্রেরণ করা হলে কমিশন উক্ত গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

৮। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা কাজী মোঃ আলিমউল্লাহ (পরিচিতি নং-১৬৩৩৩) এর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ (Rules of Business, 1996) এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের Rules-7 এবং Schedule-iv এর ক্রমিক ১৭ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিধায় উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ক) বিধি অনুযায়ী '০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ সিনিয়র সহকারী সচিবের নিম্নপদ সহকারী সচিব পদে বেতনস্কেলের ৯ম গ্রেডে ৩৯৫৭০/- টাকা মূল বেতনে ০২(দুই) বছরের জন্য অবনমিত করার গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত একই বিধিমালার ৪(৬) বিধি অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে অনুমোদন করেছেন;

৯। সেহেতু কাজী মোঃ আলিমউল্লাহ (পরিচিতি নং-১৬৩৩৩), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল বর্তমানে উপপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ)ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ক) বিধি অনুযায়ী তাঁকে '০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ সিনিয়র সহকারী সচিবের নিম্নপদ সহকারী সচিব পদে বেতনস্কেলের ৯ম গ্রেডে ৩৯৫৭০/- টাকা মূল বেতনে ০২(দুই) বছরের জন্য অবনমিত করার গুরুদন্ড প্রদান করা হলো, দন্ডের মেয়াদকাল সমাপ্তিতে তিনি পূর্বের পদে বহাল হবেন, কিন্তু উক্ত মেয়াদের জন্য তিনি কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না এবং পদাবনতির মেয়াদকাল পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না ও পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হবে না।

১০। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৫ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০২.২৩.১২২—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-১৬৮৮৫), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার [অতিরিক্ত দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি)], পানছড়ি,খাগড়াছড়ি বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ০২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ হতে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি হিসেবে কর্মরত থাকাকালে জনাব উজ্জল কুমার, সার্ভেয়ার বদলিকৃত কর্মস্থল উপজেলা ভূমি অফিস, পানছড়িতে যোগদান করতে গেলে তিনি তার যোগদানপত্র গ্রহণ না করে তার সাথে খারাপ আচরণ করেন, তার যোগদানপত্র ছিড়ে ফেলেন, যার ফলে তিনি (উজ্জল কুমার, সার্ভেয়ার) হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হন ইত্যাদি অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ০৫ জুন ২০২৩ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছাপোষণ করায় ২৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানিকালে উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং নথি পর্যালোচনায় উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের নিমিত্ত অভিযোগটি তদন্ত করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করে ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়; এবং

৪। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-১৬৮৮৫) সার্ভেয়ার জনাব উজ্জল কুমার-এর যোগদানপত্র গ্রহণ না করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্য করেছেন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর শামিল মর্মে উল্লেখ করা হয়; এবং

৫। যেহেতু মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনাসহ সার্বিক বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

৬। সেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-১৬৮৮৫) প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার [অতিরিক্ত দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি)], পানছড়ি, খাগড়াছড়ি বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের মাত্রা ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব ।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৫.২৩-৭০—যেহেতু, গত ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে জিআরএস পদ্ধতিতে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগের বিভিন্ন বেইলী সেতুর স্লাব, সেতুর মেইন ভীমসহ পুরাতন লোহা নিলামে বিক্রয় ব্যতিরেকে গোপনে বিক্রি করে অর্থ আত্মসাতের একটি অভিযোগ এ বিভাগে পাওয়া যায় এবং প্রাপ্ত অভিযোগটি তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়;

এবং

যেহেতু, জনাব সামিউল কাদের খান (পরিচিতি নম্বর-৬০২৪০৪), উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে গত ২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখ থেকে ২২ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ সড়ক উপবিভাগ-২ এ কর্মরত ছিলেন। তার কর্মকালীন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বান্টিবাজারের পাশে বান্টিবাজার-পাঁচরুখি বেইলী সেতুর পুরাতন মালামাল/লোহার অবস্থান সম্পর্কে তদন্ত কমিটি কর্তৃক জানতে চাইলে তিনি কোনো তথ্য দিতে পারেন নি। এমনকি এতদবিষয়ে তিনি অবগত নন ও কখনোই বেইলী ব্রিজটি দেখেননি মর্মে জানান। অথচ এলাকার জনসাধারণের বক্তব্য অনুযায়ী বেইলী সেতুটির অস্তিত্ব ছিল মর্মে জানা যায়;

এবং

যেহেতু, তার দায়িত্বরত থাকা অবস্থায় বর্ণিত সড়কাংশের বেইলী সেতুটি কে বা কাহারা নিয়ে যায়। এ বিষয়ে সার্বিক তথ্যাদি তার জানা নেই বলে জানিয়েছেন যা দায়িত্ব অবহেলা এবং কর্তব্য কাজে অবহেলার পরিচায়ক এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় একই বিধিমালার ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক তার বিরুদ্ধে ০৫/২০২৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

এবং

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতায় উল্লিখিত বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী চাকরি হতে কেন তাকে বরখাস্ত করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি না কিংবা তার বক্তব্যের সমর্থনে কোনো স্বাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি না তাও লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

এবং

যেহেতু, তিনি গত ২৮-০৮-২০২৩ তারিখে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ০২-১০-২০২৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় এ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব শাহিনা শবনম-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এবং

যেহেতু, তাকে তদন্ত প্রতিবেদনের কপি প্রেরণসহ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) বিধি অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নেটিশ প্রদান করা হলে জবাবে দূর্ভাগ্যবশতঃ ব্রীজটি খোয়া যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে আন্তরিককভাবে দুঃখিত, লজ্জিত ও ক্ষমা প্রর্থনা করেছেন;

এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত লিখিত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনা করে দেখা হয়। অভিযুক্ত কর্মচারির বিরুদ্ধে দাখিলকৃত অভিযোগটি বেনামী হলেও সরকারি সম্পদের অপচয়ের তথ্য উল্লেখ থাকায় তদন্ত করানো হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে ০৫টি পুরাতন বেইলী ব্রীজের মধ্যে ০৪টি বেইলী ব্রীজ খুলে নেওয়া অংশ স্টেকইয়ার্ডে পাওয়া যায়। ঢাকা-সিলেট সড়কে বান্টি বাজার-পাঁচরুখী সংযোগ অংশের পুরাতন বেইলী ব্রীজের মালামালের হদিস পাওয়া যায়নি। তদন্ত কমিটি তদন্ত করে এ জন্য উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), জনাব সামিউল কাদের খান এবং উপসহকারী প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ইয়াছিন আহাম্মদ এর কর্মস্থলে অবস্থান করার সময় বেইলী ব্রীজটি কে বা কারা খুলে নিয়ে গেছে তা অবগত না থাকায় তদন্ত প্রতিবেদনে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এবং

যেহেতু, জনাব সামিউল কাদের খান এর কর্মকালীন পুরাতন বেইলী ব্রীজের পরিত্যক্ত অংশ খোয়া যাওয়ায় এবং এ বিষয়ে গত ১১-০৫-২০২৩ তরিখে আড়াইহাজার থানায় একটি অভিযোগ দাযের করেন। এ অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন ৩০ বছরের পুরাতন বেইলী ব্রীজের মালামাল তার অফিসের মজুদ বইতে লিপিবদ্ধ না থাকায় রাতের বেলায় কে বা কারা নিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তিনি ৩০ বছরের পুরাতন বেইলী ব্রীজের মামলা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল মর্মে স্বীকার করেছেন;

এবং

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানী এবং প্রাথমিক তদন্তকারী কর্মকর্তা ও বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট প্রদত্ত বক্তব্যে মজুদ বহিতে বেইলী ব্রীজটি লিপিবদ্ধ না থাকায় তিনি এ মালামাল সম্পর্কে জানতেন না মর্মে বার বার বলার চেষ্টা করেছেন। সরকারি কর্মচারির দায়িত্ব সরকারি সম্পদ রক্ষা করা। যখনই তিনি দেখলেন এ পুরাতন মালামাল মজুদ বইতে লিপিবদ্ধ নেই, তখনই তার দায়িত্ব ছিল এ মালামালের বিবরণ মজুদ বইতে লিপিবদ্ধ করে স্টেকইয়ার্ডে স্থনান্তর করা। কিন্তু তিনি তা না করায় রাতের আঁধারে কে বা কারা মালামালগুলো নিয়ে যায়। তিনি শুধু আড়াইহাজার থানায় অভিযোগ করে দায় সেরেছেন। অপরাধী শনাক্তকরণে আর কোনো তদবির করেননি এবং চুরি হয়ে যাওয়া মালামাল উদ্ধারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তিনি পুরাতন মালামাল রক্ষার জন্য উপসহকারী প্রকৌশলীকে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করে লোকবল অভাবের অজুহাতে তা স্থানান্তর করা হয়নি উল্লেখ করে দায় সেরেছেন। তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে ব্রীজের কোনো তথ্য দিতে পারেননি। বরং বারবার বলতে চেয়েছেন এ বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না;

এবং

যেহেতু, ঢাকা সিলেট মহাসড়কের বান্টি বাজার এলাকা একটি ব্যস্ততম এলাকা। রাতদিন সেখানে যানবাহনের ভীড় থাকে। সাধারণ জনগণের চলাচল থাকে। এ অবস্থায় সরকারি কর্মচারির যোগসাজস ব্যতীত একটি ব্রীজের পুরাতন মালামাল কে বা কারা নিয়ে গেল তা জানতে না পারার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে তার যোগসাজসে এ মালামাল অপসারণ করা হয়েছে;

এবং

যেহেতু, ৩০ বছরের পুরাতন মালামাল জনাব সামিউল কাদের এর দায়িত্ব পালনের পূর্বে খোয়া যায় নি। জনাব সামিউল কাদের এর ০৩ বছর দায়িত্ব পালনের সময় পূর্বতন কর্মকর্তাদের ন্যায় এ মালামাল সংরক্ষণ করেননি। যখন তিনি দেখলেন মজুদ বইতে এ মালামালের বিবরণ নেই তখন তিনি মজুদ বইতে তা লিপিবদ্ধ করেননি এবং স্টেকইয়ার্ডে স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেন নি। অসাধু ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে অভিযোগ দাখিলের প্রায় ০২ মাস পর দায়মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন;

এবং

যেহেতু, জনাব সামিউল কাদের খান, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ০৮-১১-২০২০ থেকে ০৮-১১-২০২৩ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ সড়ক উপবিভাগ-২ এ কর্মরত অবস্থায় তার জানা সত্ত্বেও তিনি মজুদ বইতে সরকারি সম্পত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেননি। দীর্ঘদিন যাবৎ মূল্যবান সম্পদ স্টেকইয়ার্ডে স্থানান্তর করেননি। এ পুরাতন ব্রীজের মালামাল সম্পর্কে জানেন না বলে উল্লেখ করে দুষ্কৃতকারীদের নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং বর্ণিত অভিযোগ দায়েরের পর এ পর্যন্ত দুষ্কৃতকারী কারা তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন নি। তার এ ধরনের আচরণ কর্তব্য অবহেলাজনিত অসদাচরণের সামিল এবং বিধি ৩(খ) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

এবং

যেহেতু, জনাব সামিউল কাদের খান এর কর্তব্য অবহেলাজনিত অসদাচরণের কারণে সরকারি সম্পদ খোয়া গেছে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। খোয়া যাওয়া সম্পদ উদ্ধার এ মুহূর্তে সম্ভব নয় বরং কর্তব্য অবহেলার কারণে যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারির নিকট থেকে আদায় অধিক যৌক্তিক এবং ন্যাসঙ্গত হবে। সেজন্য গুরুদণ্ডের পরিবর্তে কর্তব্য অবহেলার কারণে যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বেতন থেকে আদায়ের লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো;

এবং

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব সামিউল কাদের খান, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, রামগড় সড়ক উপবিভাগ, খাগড়াছড়ি (সাবেক উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), নারায়ণগঞ্জ সড়ক উপবিভাগ-২ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(গ) বিধি অনুযায়ী ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বান্টি বাজার স্থানে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা চুরি হয়ে যাওয়া সেতুর মালামালের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ আদায়ের লঘুদন্ড প্রদান করা হলো। ট্রেজারি রুলস এর ৫৭৯ বিধি অনুযায়ী তার প্রতি মাসের বেতন থেকে এক তৃতীয়াংশ হারে পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করা হলো। চাকরি জীবনে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণের অর্থপরিশোধ সম্পন্ন না হলে তার আনুতোষিক থেকে আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে ক্ষতির অর্থ (PDR Act-1913) অনুযায়ী আদায় করা যাবে। সম্পূর্ণ অর্থ আদায় না হওয়া পর্যন্ত এবং উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী এক বছরের মধ্যে জনাব সামিউল কাদের খান এর পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচিত হবে না।

প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চুরি হয়ে যাওয়া সরকারি সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করবে এবং জনাব সামিউল কাদের খান, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, রামগড় সড়ক উপবিভাগ, খাগড়াছড়ি (সাবেক উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), নারায়ণগঞ্জ সড়ক উপবিভাগ-২) এর প্রতিমাসের বেতন থেকে নির্ধারিত হারে যে পরিমাণ প্রযোজ্য হবে তা কর্তন/আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব ।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১

প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং- ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৭.২৩-৫৩—জনাব সোনিয়া সুলতানা (স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-পোটান, ডাকঘর-ভাওয়াল নোয়াপাড়া, থানা-কালিগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর) কর্তৃক যৌতুকের অভিযোগে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, গাজীপুরে দায়েরকৃত সি.আর. মামলা-১০৫/২০২৩ এবং টি.আর ১৭৫/২৩ নং মামলায় জনাব মো: সোহেল রানা, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা গ্রেফতার হয়ে ০৫-০৭-২০২৩ থেকে ১৭-০৭-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত গাজীপুর জেল হাজতে ছিলেন। ফলে, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯ (২) ধারা এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলন পার্ট-১ এর ৭৩ নম্বর বিধির নোট (২) অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের ১৩-০৮-২০২৩ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৭.২৩-২১৭নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। গত ০৭-০২-২০২৪ তারিখ বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-৪, গাজীপুর সি.আর.মামলা নং- ১০৫/২০২৩ ফৌজদারি কার্যবিধি ২৪৭ ধারায় মামলাটি খারিজ হয় এবং অভিযুক্ত আসামী জনাব মো: সোহেল রানাকে উক্ত মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

২। বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-৪, গাজীপুর সি.আর.মামলা নং-১০৫/২০২৩ ফৌজদারি মামলা হতে অব্যাহতি পাওয়ায় জনাব মো: সোহেল রানা, সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ১৩-০৮-২০২৩ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৭.২৩-২১৭ নং স্মারকমূলে জারীকৃত সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার করা হলো।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী ওয়াছি উদ্দীন
সচিব ।

[একই নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং- ১৬.০০.০০০০.০০৪.১৮.২১৬.১৯-৫৪—ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন ১৯৭৫-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক সরকার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড আব গভর্নরস নিম্নরূপ ভাবে গঠন করলেন:

নং	সম্মানিত সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	পদবি
(ক)	**পদাধিকার বলে নিযুক্ত:**	
১.	মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	গভর্নর
৩.	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	গভর্নর
৪.	ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়	গভর্নর
৫.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	গভর্নর
৬.	মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

নং	সম্মানিত সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	পদবি
(খ)	**সরকার কর্তৃক মনোনীত ০২ (দুই) জন মাননীয় সংসদ সদস্য:**	
৭.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৪	গভর্নর
৮.	জনাব মো: ইলিয়াছ উদ্দিন মোল্লাহ, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৬	গভর্নর
(গ)	**বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ ও প্রাজ্ঞ আলেম-ওলামাদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ০৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তি**	
৯.	মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ, সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং চেয়ারম্যান, গবেষণা পরিষদ, ঢাকা	গভর্নর
১০.	মাওঃ মো: আবদুর রশিদ, অধ্যক্ষ, সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা	গভর্নর
১১.	শায়েখ আল্লামা জামাল উদ্দিন মাহমুদ সন্দ্বীপি, প্রিন্সিপাল, জামিয়া উসমানিয়া হোসাইনাবাদ, বাখরাবাজ, কাটাখালি, রাজশাহী	গভর্নর
১২.	মুফতি হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওমর ফারুক, ইমাম, বাংলাদেশ সচিবালয় জামে মসজিদ, ঢাকা	গভর্নর
১৩.	শায়েখ আল্লামা খন্দকার গোলাম মাওলা নকশাবন্দী, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ, আবাসিক ঠিকানা-৪৮/১, সুলতানাবাদ হাউজিং সোসাইটি, ঢাকা।	গভর্নর

২। পদাধিকারবলে নিযুক্ত গভর্নরসগণ ছাড়া অন্যান্য গভর্নরগণের মেয়াদ এ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে ৩ (তিন) বছর অতিক্রান্ত হলেও তাঁর বা তাঁদের স্থলে সরকার নতুন গভর্নর মনোনয়ন না দেয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

৩। সরকার প্রয়োজনবোধে যেকোনো সময় পদাধিকারবলে নিযুক্ত গভর্নর ছাড়া অন্যান্য গভর্নর বা গভর্নরগণের পরিবর্তন বা তাঁর/তাঁদের পদ শূন্য ঘোষণা করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাঃ রুহুল আমিন

উপসচিব।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ।

নং-১৮.০১৬.০২৭.০০.০০.০০২.২০১১(অংশ-২)১৬৩—যেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুর রশিদ, ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন এমভি অভিযান-১০ লঞ্চটি সদরঘাট, ঢাকা হতে যাত্রা করে বিগত ২৪-১২-২০২১ তারিখে ঝালকাঠি জেলার সুগন্ধা নদীতে অগ্নি দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে নিহত ও হতাহতের ঘটনা ঘটে। উক্ত লঞ্চ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, জনাব মোঃ মাহবুবুর লঞ্চটি দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হওয়ার সময় কোন অনুসন্ধান না করে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে চরম অবহেলার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২৭-০২-২০২৩ তারিখের ৮২ নং স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী জারির মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুবুর রশিদ ১২-০৩-২০২৩ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করলে ৩০-০৪-২০২৩ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং শুনানীতে তাঁর মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ২১-১২-২০২৩ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ মাহবুবুর রশিদ, ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর- এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও নথি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৮) বিধি অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুর রশিদ, ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৮) বিধি অনুযায়ী উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মোস্তফা কামাল

সিনিয়র সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সিএ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৩ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ।

নং-৩০.০০.০০০০.০১৪.২৪.০০১.২০২০-২৯—জনস্বার্থে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর সুপারিশের আলোকে Biman Bangladesh Airlines Ltd. এর Boeing 787-8/9 Aircraft এর GEnx engine maintenance সম্পন্ন করার নিমিত্ত স্কটল্যান্ডে GE Aviation Services Caledonia Limited, Scotland এর অনুকূলে (৮ ডিসেম্বর ২০২৩ হতে ৭ জুন ২০২৪ পর্যন্ত) ৬ (ছয়) মাসের জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৪৪(১) এর বিধান অনুযায়ী CAR 1984, Rule-190(5) এর অব্যাহতি Exemption প্রদান করা হলো।

নং-৩০.০০.০০০০.০১৪.২৪.০০১.২০২০-৩০—জনস্বার্থে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর সুপারিশের আলোকে Biman Bangladesh Airlines Ltd. এর Boeing 787-8/9, Boeing 777-300ER এবং Boeing 737NG Aircraft এর Line maintenance সম্পন্ন করার নিমিত্ত Narita (NRT) বিমানবন্দরে Japan Airlines Engineering Company (JALEC), Japan এর অনুকূলে (১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ হতে ১০ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) ৬ (ছয়) মাসের জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৪৪(১) এর বিধান অনুযায়ী CAR 1984, Rule-190(5) এর অব্যাহতি Exemption প্রদান করা হলো।

তারিখ: ৯ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং-৩০.০০.০০০০.০১৪.২৪.০০১.২০২০-৪৩—জনস্বার্থে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর সুপারিশের আলোকে US-Bangla Airlines Ltd. এর Boeing 737-800, B777-300ER এবং B787-8/9 উড়োজাহাজগুলোর Line maintenance সম্পন্ন করার নিমিত্ত Singapore বিমানবন্দরের জন্য Singapore Airlines Engineering Company এর অনুকূলে (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ হতে ২৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) ৬ (ছয়) মাসের জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৪৪(১) এর বিধান অনুযায়ী CAR 1984, Rule-190(5) এর অব্যাহতি Exemption প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রোকসিন্দা ফারহানা
উপসচিব ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৯ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.২৩-৩২৪— রমনা মডেল থানার মামলা নং-২১, তারিখঃ-২৮-০১-২০২৩ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৯/১০/১১/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ১ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭-৩৩৪—ঢাকা জেলার কলাবাগান থানার মামলা নং-৩১, তারিখঃ-৩১-০৩-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭-৩৩৫—ঢাকা জেলার শেরে বাংলানগর থানার মামলা নং-৪৩, তারিখঃ-২৫-০৫-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
জনবল ব্যবস্থাপনা শাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৮ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ /১ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৪.৫৬.২৪০.২৩.৮৯—জনাব মোঃ ইমরান খান (১১০২৩০৮৭), সহকারী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা-কে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২ (২) এবং ৩০০ (বি) অনুযায়ী তার পূর্ব পদের চাকরিকালকে (অর্থাৎ ২০-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-১২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত) বর্তমান চাকরির সাথে মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা হলোঃ

(ক) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশন গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(খ) তার পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৪.৫৬.১৯৬.২৩.৯০—জনাব মোঃ ওয়াজিউর রহমান (১১০২৩০৩০), সহকারী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কাউনিয়া, রংপুর-কে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খন্ড) এর বিধি-৪২ (২) এবং ৩০০ (বি) অনুযায়ী তার পূর্ব পদের চাকরিকালকে (অর্থাৎ ১৯-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫-১২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত) বর্তমান চাকরির সাথে মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা হলোঃ

(ক) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশন গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(খ) তার পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ইকবাল হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ: ০৩ বৈশাখ ১৪৩১/১৬ এপ্রিল ২০২৪

নং ১০.০০.০০০০.১৩০.১১.১০৭.২৩.৪৪—The Notaries Ordinance, 1961-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব সাজিয়া সুলতানা মৌরী, পিতা-মোঃ আবুল কাশেম, মাতা-ফিরোজা বেগম-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫ (২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ: ০৫ বৈশাখ ১৪৩১/১৮ এপ্রিল ২০২৪

নং ১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৯১.২৩.৪৫—The Notaries Ordinance, 1961-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে মুন্সিগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা, পিতা-মোহাম্মদ রেজাউল করিম, মাতা-মিসেস হাসনে হেনা-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫ (২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৮ বৈশাখ ১৪৩১/২১ এপ্রিল ২০২৪

নং ২২.০০.০০০০.০৬৬.৩২.০২৫.১৪.৯২—নন-ট্যাক্স রেভিনিউ-৩ অধিশাখা, ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর ২১ মার্চ ২০২৪ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৪৫.২২.০০৫.২১.৫৬ নম্বর স্মারকে সম্মতি প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, পার্ক/ইকোপার্কের প্রবেশ ফি/চার্জ/ভাড়ার হার নির্ধারণের প্রস্তাব নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হলো:

১। জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর, ঢাকা :

ক্র: নং	আইটেমের বিবরণ	অর্থ বিভাগের মতামত
১	১২ বছরের উর্ধ্বে (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	১০০/-
২	১২ বছরের নিচে (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	৫০/-
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন পর্যন্ত (প্রবেশ ফি)	১০০০/-
৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন এর উর্ধ্বে (প্রবেশ ফি)	১৫০০/-
৫	শিক্ষার্থী/গবেষক, দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশ ফি (প্রতিজন)	ক্রমিক নং (১) এবং (২) এ ১২ বছরের বেশি এবং ১২ বছরের নিচে সকল দর্শনার্থীর প্রবেশ ফি উল্লেখ থাকায় পুনরায় শিক্ষার্থী/গবেষক, দর্শনার্থীদের জন্য জন প্রতি ২০ টাকা হারে প্রবেশ ফি ধার্যের বিষয়টি বাদ দেয়া যেতে পারে।
৬	বিদেশি পর্যটক (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	১০০০/- বা এর সমমূল্যের ইউএস ডলার
৭	স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী প্রাতঃভ্রমণ বাৎসরিক প্রবেশ কার্ড ফি (নভেম্বর হতে মার্চ) সকাল (৬.৩০ টা—৭.৩০ টা) এবং (এপ্রিল হতে অক্টোবর) সকাল (৬ টা—৭ টা)	৫০০/-

২। **বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, চকরিয়া, কক্সবাজার :**

ক্র: নং	আইটেমের বিবরণ	অর্থ বিভাগের মতামত
১	১২ বছরের উর্ধ্বে (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	১০০/-
২	১২ বছরের নিচে (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	৫০/-
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন পর্যন্ত (প্রবেশ ফি)	১০০০/-
৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন এর উর্ধ্বে (প্রবেশ ফি)	১৫০০/-
৫	বিদেশি পর্যটক (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	১০০০/- বা এর সমমূল্যের ইউএস ডলার

৩। **বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন বাঁশখালী ইকোপার্ক :**

ক্র: নং	আইটেমের বিবরণ	অর্থ বিভাগের মতামত
১	১২ বছরের উর্ধ্বে (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	৫০/-
২	১২ বছরের নিচে (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	৩০/-
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন পর্যন্ত (প্রবেশ ফি)	১০০০/-
৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন এর উর্ধ্বে (প্রবেশ ফি)	১৫০০/-
৫	বিদেশি পর্যটক (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	১০০০/- বা এর সমমূল্যের ইউএস ডলার

৪। **বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, সিলেট সদর দপ্তর, মৌলভীবাজার এর আওতাধীন লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান :**

ক্র: নং	আইটেমের বিবরণ	অর্থ বিভাগের মতামত
১	১২ বছরের উর্ধ্বে (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	১০০/-
২	১২ বছরের নিচে (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	৫০/-
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন পর্যন্ত (প্রবেশ ফি)	১০০০/-
৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন এর উর্ধ্বে (প্রবেশ ফি)	১৫০০/-

ক্র: নং	আইটেমের বিবরণ	অর্থ বিভাগের মতামত
৫	বিদেশি পর্যটক (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	১০০০/- বা এর সমমূল্যের ইউএস ডলার
৬	মাইক্রোবাস/জিপ/কার (ভাড়া)	১০০/-
৭	বাস/মিনিবাস (ভাড়া)	২০০/-
৮	স্যুটিং (প্রতি ক্যামেরা) প্রতিদিন (চার্জ)	১২,০০০/-
৯	বনভোজন এলাকা (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	২০/-

৫। বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, সিলেট সদর দপ্তর, মৌলভীবাজার এর আওতাধীন সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান :

ক্র: নং	আইটেমের বিবরণ	অর্থ বিভাগের মতামত
১	১২ বছরের উর্ধ্বে (প্রবেশ ফি)	১০০/-
২	১২ বছরের নিচে (প্রবেশ ফি)	৫০/-
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন পর্যন্ত (প্রবেশ ফি)	১০০০/-
৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন এর উর্ধ্বে (প্রবেশ ফি)	১৫০০/-
৫	বিদেশি পর্যটক (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	১০০০/- বা এর সমমূল্যের ইউএস ডলার
৬	মাইক্রোবাস/জিপ/কার (ভাড়া)	১০০/-
৭	বাস/মিনিবাস (ভাড়া)	২০০/-
৮	স্যুটিং (প্রতি ক্যামেরা) প্রতিদিন (চার্জ)	১০,০০০/-
৯	বনভোজন এলাকা (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	২০/-

৬। ময়মনসিংহ বন বিভাগ এর আওতাধীন মধুটিলা ইকোপার্ক :

ক্র: নং	আইটেমের বিবরণ	অর্থ বিভাগের মতামত
১	১২ বছরের উর্ধ্বে (প্রবেশ ফি)	১০০/-
২	১২ বছরের নিচে (প্রবেশ ফি)	৫০/-
৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন পর্যন্ত (প্রবেশ ফি)	১০০০/-
৪	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী গ্রুপ ১০০ জন এর উর্ধ্বে (প্রবেশ ফি)	১৫০০/-
৫	মাইক্রোবাস/জিপ/কার (ভাড়া)	১৫০/-
৬	বাস/মিনিবাস/ট্রাক (ভাড়া)	৪০০/-
৭	সিএনজি/অটো (ভাড়া)	১০০/-
৮	মোটরসাইকেল (ভাড়া)	৫০/-
৯	বাইসাইকেল (ভাড়া)	১০/-
১০	ভ্যান গাড়ি (ভাড়া)	২০/-
১১	ফিল্ম স্যুটিং ফি প্রতি শিফট (সর্বোচ্চ ২ ঘন্টা) (চার্জ)	৫০০০/-
১২	পিকনিক স্পট (টয়লেটসহ খোলা গোলঘর অথবা এক কক্ষবিশিষ্ট সেমি পাকাঘর) প্রতিদিন (ভাড়া)	১,৫০০/-
১৩	প্যাডেল বোট চালানো প্রতিবার (প্রতিদিন) (আধা ঘণ্টার জন্য) (ভাড়া)	৩০/-
১৪	নৌকা চালানো প্রতিবার (প্রতিজন) (আধা ঘণ্টার জন্য) (ভাড়া)	২০/-
১৫	মৎস্য শিকার (প্রতি হুইল) (প্রতিদিন) (ভাড়া)	১,৫০০/-
১৬	ওয়াচ টাওয়ার (প্রতিজন) প্রতিবার (ভাড়া)	২০/-
১৭	রেষ্ট হাউজ ভাড়া (শুধু মাত্র দিনের জন্য) মহুয়া রেষ্ট হাউজ	৮,০০০/-
১৮	রেষ্ট হাউজ ভাড়া (শুধু মাত্র দিনের জন্য) মহুয়া রেষ্ট হাউজ (প্রতি কক্ষ)	২,০০০/-
১৯	শিশু পার্ক প্রবেশ ফি, প্রতিবার (প্রতিজন)	১০/-
২০	পাবলিক টয়লেট প্রতিবার (প্রতিজন)	১০/-

৭। বিদেশি দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারিত প্রস্তাবিত প্রবেশ ফি/ভাড়ার হার :

ক্র: নং	আইটেমের বিবরণ	অর্থ বিভাগের মতামত
১	১২ বছরের উর্ধ্বে (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	৫০০/- বা এর সমমূল্যের ইউ এস ডলার
২	১২ বছরের নিচে (প্রতিজন) (প্রবেশ ফি)	৩০০/- বা এর সমমূল্যের ইউ এস ডলার
৩	প্যাডেল বোট চালানো প্রতিবার (প্রতিজন) (আধা ঘন্টার জন্য)	৩০০/- বা এর সমমূল্যের ইউ এস ডলার
৪	নৌকা চালানো প্রতিবার (প্রতিজন) (আধা ঘন্টার জন্য)	২০০/- বা এর সমমূল্যের ইউ এস ডলার
৫	ওয়াচ টাওয়ার (প্রতিজন) প্রতিবার	১০০/- বা এর সমমূল্যের ইউ এস ডলার
৬	ফিল্ম স্যুটিং প্রতি শিফট (সর্বোচ্চ ২ ঘন্টা)	৮০০০/- বা এর সমমূল্যের ইউ এস ডলার

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপনটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

একেএম শওকত আলম মজুমদার
উপসচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বেতার-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩০/২৪ মার্চ ২০২৪

নং ১৫.০০.০০০০.০২১.২৭.০০৩.২৩.১০৪—যেহেতু, জনাব মেহেদী শাহনেওয়াজ জলিল, সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক (৯ম গ্রেড) পদে মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকায় কর্মরত আছেন;

যেহেতু, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ২০-০২-২০২২ তারিখের ৬৪ নম্বর স্মারকে অস্ট্রেলিয়ার Monash University-তে Master of Communication and Media Studies কোর্সে অধ্যয়নের জন্য তার অনুকূলে ২৮-০২-২০২২ হতে ২৮-০৮-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়; এবং যেহেতু, বর্ণিত কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য তার আবেদন অনুযায়ী তাকে ২৪-০২-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ বেতার হতে অবমুক্ত করা হয়;

যেহেতু, উক্ত ছুটি শেষে ২৫-০৮-২০২৩ তারিখে তার কর্মস্থলে যোগদানের কথা থাকলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করে ২৮-০২-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত তাকে শিক্ষা ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন; এবং যেহেতু, তার আবেদন বিবেচিত না হওয়ায় তাকে জরুরী ভিত্তিতে কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মস্থলে যোগদান না করায় তার বিরুদ্ধে ২৫-০৮-২০২৩ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২৩ রুজুকরতঃ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ০২-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২১.২৭.০০৩.২৩.০২ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে তাকে পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে লিখিত জবাবসহ কারণ দর্শাতে এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কি-না তা জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চেয়ে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৬-০৩-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীতে তিনি জানান, বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে তার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা হওয়ায় এবং পরবর্তীতে তার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করায় তিনি যথাসময়ে কোর্সটি সম্পন্ন করতে পারেননি। বর্তমানে তিনি উক্ত কোর্সটি সম্পন্ন করে দেশে ফেরৎ এসে ০৩-০৩-২০২৪ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। শুনানীতে তিনি এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ২৫-০৮-২০২৩ থেকে ০২-০৩-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত তার এরূপ অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতকালকে শিক্ষা ছুটি/অর্জিত ছুটি হিসেবে মঞ্জুরীর অনুরোধ করেছেন;

যেহেতু, সরকার পক্ষে বাংলাদেশ বেতারের উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মোঃ ফখরুল করিম তার বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি জানান যে, জনাব মেহেদী শাহনেওয়াজ জলিল তার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে বর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ করেছেন এবং তিনি নির্ধারিত কোর্সটি সম্পন্ন করে দেশে ফেরত এসে ০৩-০৩-২০২৪ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেছেন;

সেহেতু, মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক, জনাব মেহেদী শাহনেওয়াজ জলিল এর অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, ব্যক্তিগত শুনানী, লিখিত জবাব ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭ (২) এর (ক) বিধানমতে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২৩ এর দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। জনাব মেহেদী শাহনেওয়াজ জলিল এর কর্মস্থলে যোগদান ০৩-০৩-২০২৪ তারিখ থেকে গৃহীত হলো। তার যোগদান পূর্ববর্তী অনুপস্থিতকাল অর্থাৎ ২৫-০৮-২০২৩ থেকে ০২-০৩-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময় শিক্ষা ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৫ বৈশাখ ১৪৩১/১৮ এপ্রিল ২০২৪

নং ৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯.৪৫৩—কিশোরগঞ্জ, সিলেট, সাতক্ষীরা ও চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে:

ক্রম	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ	প্রথম সভার তারিখ
১.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৪, জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ	১৫ এপ্রিল ২০২৪	২৯-১১-২০২২
২.	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৬, জেলা পরিষদ, সিলেট	১৫ এপ্রিল ২০২৪	৩১-১১-২০২২
৩.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৭, জেলা পরিষদ, সাতক্ষীরা	১৫ এপ্রিল ২০২৪	১২-১২-২০২২
৪.	জনাব আবুল কাশেম চিশতী, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৭, জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম	১৬ এপ্রিল ২০২৪	২৮-১১-২০২২

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত জেলা পরিষদসমূহের সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০২২ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৯(১), ৯(২), ১১(১), ও ১১(২) ধারা অনুসারে উক্ত সদস্যগণের পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে পদসমূহ শূন্য ঘোষণা করা হলোঃ

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪৩১/২৩ এপ্রিল ২০২৪

নং ৪৬.৪২.০০০০.০০০.৯৯.০৬৩.১৭.৪৭২—দিনাজপুর ও কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে:

ক্রম	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ	প্রথম সভার তারিখ
১.	জনাব আরমান সরকার, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০২, জেলাপরিষদ, দিনাজপুর	১৭ এপ্রিল ২০২৪	২৪-১১-২০২২
২.	জনাব মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০২, জেলাপরিষদ, কুষ্টিয়া	১৭ এপ্রিল ২০২৪	১৬-১১-২০২২

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত জেলা পরিষদসমূহের সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০২২ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৯(১), ৯(২), ১১(১), ও ১১(২) ধারা অনুসারে উক্ত সদস্যগণের পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে পদসমূহ শূন্য ঘোষণা করা হলোঃ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা আইরিন
উপসচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৪ বৈশাখ ১৪৩১/১৭ এপ্রিল ২০২৪

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০৩.১৬-৪৮৮—পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ গোলাম হাসনাইন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করায় সরকার তথা স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩(১)(গ) আনুযায়ী পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া পৌরসভার মেয়র এর পদ ১৭ এপ্রিল ২০২৪ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩২.০০৩.১৬-৪৮৭নং প্রজ্ঞাপনমূলে শূন্য ঘোষণা করা হয়।

২। এমতাবস্থায়, পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া পৌরসভার নুতন মেয়রের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০(৩) আনুযায়ী উক্ত পৌরসভার প্যানেল মেয়র-১-কে উক্ত পৌরসভার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ মেয়র এর দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৫ বৈশাখ ১৪৩১/১৮ এপ্রিল ২০২৪

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৩.২০(অংশ)-৪৯৮–যেহেতু জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা: মোঃ আফতাব হোসেন, গ্রাম: সি, ও, অফিস রোড, ডাকঘর: দুপচাঁচিয়া, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া, দুপচাঁচিয়া পৌরসভার মেয়র এর দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ জালিয়াতির জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা ১৪/২৩ (স্পেশাল), জিআর নম্বর ২৬৭/২০১৮ (দুপ:) (৯৭/২১ নাশকতা এসটি) এবং জিআর নম্বর ১৫৯/২০১৭ (দুপ:) (০১/২০ সন্ত্রাস) মামলাসমূহের অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হযেছে; এবং স্পেশাল ১৪/২৩০৭ নং মামলায় ০৭ মার্চ ২০২৪ খ্রি: তারিখে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত উল্লিখিত মামলাসমূহের অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২(১)(খ) অনুযায়ী তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে; এবং

যেহেতে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী কোন পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হলে অথবা ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে মর্মে বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহের অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় 'পৌরসভা বা রাষ্ট্রের হানিকর কার্যকলাপে জড়িত থাকার অপরাধে' জড়িত থাকার দায়ে তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায়, তাঁর কর্তৃক দুপচাঁচিয়া পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে;

সেহেতে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা: মোঃ আফতাব হোসেন, গ্রাম: সি, ও, অফিস রোড, ডাকঘর: দুপচাঁচিয়া, উপজেলা: দুপচাঁচিয়া, জেলা: বগুড়া-কে দুপচাঁচিয়া পৌরসভার মেয়র এর পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৩.২০(অংশ-১)-৫০০–বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর বিরুদ্ধে দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ জালিয়াতি মামলা নং- ১৪/২৩ (স্পেশাল), জিআর নম্বর ২৬৭/২০১৮ (দুপ:) (৯৭/২১ নাশকতা এসটি) এবং জিআর নম্বর ১৫৯/২০১৭ (দুপ:) (০১/২০ সন্ত্রাস) মামলাসমূহের অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী তাঁকে দুপচাঁচিয়া মেয়রের এর পদ হতে সময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, দুপচাঁচিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে সময়িকভাবে বরখাস্ত করায় এবং উক্ত পৌরসভার মেয়র পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ (৩) অনুযায়ী উক্ত পৌরসভার প্যানেল মেয়র-১ কে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে পৌরসভার মেয়রের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪৩১/২৫ এপ্রিল ২০২৪

নং ৪৬.০০.০০০০.০৪২.৯৯.০৬৩.১৭.৫০৪—বরগুনা জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্য স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। বরগুনা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে:

ক্রম	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ	প্রথম সভার তারিখ
১.	জনাব মোঃ এনামুল হোসাইন, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৫, জেলা পরিষদ, বরগুনা	২২ এপ্রিল ২০২৪	০৫-১২-২০২২

২। এমতাবস্থায়, বরগুনা জেলা পরিষদের উল্লিখিত সদস্য তার স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০২২ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৯(১), ৯(২), ১১(১), ও ১১(২) ধারা অনুসারে উক্ত সদস্য এর পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ায়র তারিখ হতে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪৩১/২৮ এপ্রিল ২০২৪

নং ৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯-৫০৮—ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য মৃত্যুবরণ এবং চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে:

ক্রম	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	মৃত্যুবরণ ও পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ	প্রথম সভার তারিখ
১.	জনাব মুখতার আহমেদ মৃধা, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০১, জেলা পরিষদ, ঝিনাইদহ	১৭ মার্চ ২০২৪	১৭-১১-২০২২
২.	জনাব আবু আহমেদ চৌধুরী, সদস্য, ওয়ার্ড নং-১১, জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম	২২ এপ্রিল ২০২৪	২৮-১১-২০২২
৩.	জনাব আবু বকর সিদ্দিক দুলাল, সদস্য, ওয়ার্ড নং-১০, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ	২২ এপ্রিল ২০২৪	২৯-১১-২০২২
৪.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৮, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ	২১ এপ্রিল ২০২৪	২৯-১১-২০২২

২। এমতাবস্থায়, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য এর মৃত্যুবরণ এবং চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ জেলা পরিষদসমূহের সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০২২ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৯(১), ৯(২), ১১(১), ও ১১(২) ধারা অনুসারে উক্ত সদস্যের মৃত্যুবরণ ও পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ায়র তারিখ হতে পদসমূহ শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা আইরিন
উপসচিব।

শোকবার্তা

তারিখ: ১৬ বৈশাখ ১৪৩১/২৯ এপ্রিল ২০২৪

নং ৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯.৫২০—ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব মুখতার আহমেদ মৃধা গত ১৭-০৩-২০২৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সদা সচেষ্ট ছিলেন।

২। স্থানীয় সরকার বিভাগ ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব মুখতার আহমেদ মৃধা এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মুহম্মদ ইব্রাহিম
সচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৬ বৈশাখ ১৪৩১/২৯ এপ্রিল ২০২৪

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০২.২৩-৫৪৪—যেহেতু জনাব আব্দুল কাদের সেখ, পিতা-মৃতঃ উমর আলী সেখ, গ্রাম: চর গাঁওকুড়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ইসলামপুর পৌরসভা, ডাকঘর: পলবান্ধা, উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর, ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র এর দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার ১১ (এগারো) জন কাউন্সিলর কর্তৃক আনীত স্বেচ্ছাচারী আচরণ, সরকারি গুদামের মালামাল লুট, আত্মসাৎ এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২(১)(খ)(ঘ) এবং (২) অনুযায়ী তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী কোন পৌরসভার মেয়র এর বিরুদ্ধে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করা হলে অথবা ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে মর্মে বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় 'পৌরসভা বা রাষ্ট্রের হানিকর কার্যকলাপে জড়িত থাকা' এবং অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দায়ে তাকে মেয়র এর পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায়, তাঁর কর্তৃক ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে;

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী জনাব আব্দুল কাদের সেখ, পিতা-মৃতঃ উমর আলী সেখ, গ্রাম: চর গাঁওকুড়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ইসলামপুর পৌরসভা, ডাকঘর: পলবান্ধা, উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর-কে ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র এর পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০২.২৩-৫৪৫—জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র জনাব আব্দুল কাদের সেখ এর বিরুদ্ধে উক্ত পৌরসভার ১১ (এগারো) জন কাউন্সিলর কর্তৃক আনীত স্বেচ্ছাচারী আচরণ, সরকারি গুদামের মালামাল লুট, আত্মসাৎ এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী তাঁকে ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র এর পদ হতে সময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, জামালপুর জেলার ইসলামপুর পৌরসভার মেয়র জনাব আব্দুল কাদের সেখ-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করায় এবং উক্ত পৌরসভার মেয়র পদ হতে অপসারণের কার্যক্রম শুরু করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪০ (৩) অনুযায়ী উক্ত পৌরসভার প্যানেল মেয়র-১ কে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে পৌরসভার মেয়রের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ ফাল্গুন ১৪৩০/১০ মার্চ ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৯.১৯-৩৮—জনাব এস এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার, পিপিএম-সেবা (বিপি-৭৪০৩০৯১০৬২), পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত ইতঃপূর্বে পুলিশ সুপার, ফেনী হিসাবে কর্মরত থাকাকালে সোনাগাজী থানার মামলা নং-২৪(৩)১৯, ধারা-১০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী/২০০৩) এর ভিকটিম নুসরাত জাহান রাফি গত ০৬-০৪-২০১৯ তারিখ সকাল অনুমান ০৯.৩৮ হতে ০৯.৪৮ ঘটিকার মধ্যে আলীম পরীক্ষার সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে অগ্নিদগ্ধ হন। সোনাগাজী থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জনাব মোঃ কামাল হোসেন (বিপি-৭৭৯৪০৯৬৭০৫) গত ০৬-০৪-২০১৯ তারিখ সকাল ১০:৩৭:২১ ঘটিকায় তার ব্যবহৃত মোবাইল নং-০১৮১৭৬৪৫১৭৩ থেকে এবং সকাল ১০:৪০:৫০ ঘটিকায় ফেনী জেলার ডিআইও-১ পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ শাহীনুজ্জামান তার ব্যবহৃত সরকারি মোবাইল নং-০১৭১৩-৩৭৩৭৭৭ থেকে তাকে সরকারি মোবাইল নং-০১৭১৩-৩৭৩৭৭৩ এ ফোন করে উক্ত ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের তদন্তাধীন মামলার ভিকটিম নুসরাত জাহান রাফি আলীম পরীক্ষা কেন্দ্রে অগ্নিদগ্ধের ঘটনাটি গত ০৬-০৪-২০১৯ তারিখ বেলা ১০:৩৭:২১ ঘটিকায় অবহিত হওয়ার পরেও যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে বেলা অনুমান ১২:০০ ঘটিকা বা কাছাকাছি সময়ে ফেনী সদর থেকে খাগড়াছড়ি জেলার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। প্রায় আড়াই ঘন্টা যাওয়ার পর খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা থানার মিসরীপাড়া নামক এলাকা হতে বেলা অনুমান ১৪:২০ ঘটিকায় পুনরায় ফেনীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং বেলা অনুমান ১৭:০০ ঘটিকায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আন্তরিকতার সাথে ঘটনাটি পর্যালোচনা করেন নি। এছাড়া তিনি সোনাগাজী থানার অফিসার ইনচার্জ মোয়াজ্জেম হোসেন (বিপি-৭০৯৩০৬৬৫১৫)-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হওয়া, পরবর্তীতে ঘটনা সম্পর্কে অফিসার ইনচার্জ মোয়াজ্জেম হোসেন (বিপি-৭০৯৩০৬৬৫১৫) কর্তৃক মিডিয়া প্রদত্ত বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যের কারণে পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ ও ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়া এবং গত ১৪-০৪-২০১৯ তারিখ পুলিশ সুপার, জেলা বিশেষ শাখা, ফেনী হতে পুলিশ আধিদপ্তর, ঢাকায় প্রেরিত প্রতিবেদনে ভিকটিমের প্রদত্ত প্রকৃত জবানবন্দি উল্লেখ না করে দায়সারা প্রকৃতির প্রতিবেদন প্রেরণ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করেন। বর্ণিত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে ২৩-০৯-২০২১ তারিখ তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি গত ১১-১১-২০২১ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

২। শুনানিকালে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক প্রমাণাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের প্রয়োজন হতে পারে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য গত ১২-০৬-২০২২ তারিখ জনাব সারোয়ার মোর্শেদ শামীম, বিপিএম-সেবা (বিপি-৭৪০১০২০৭৯৩), অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

৩। তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে ২৫-১০-২০২২ তারিখ তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে নথিপত্র পর্যালোচনায় বিভাগীয় মামলাটি পুনঃতদন্তের জন্য গত ২৬-০১-২০২৩ তারিখ জনাব আবুল ফজল মীর, যুগ্মসচিব (পুলিশ-১ অধিশাখা), জননিরাপত্তা বিভাগ-কে আহ্বায়ক করে ০৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গত ১৩-০৮-২০২৩ তারিখ উক্ত তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত পুনঃতদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়।

৪। এমতাবস্থায়, জনাব এস এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার, পিপিএম-সেবা (বিপি-৭৪০৩০৯১০৬২), পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত এবং সাবেক পুলিশ সুপার ফেনী-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং পুনঃতদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ বৈশাখ ১৪৩১/২২ এপ্রিল ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২০.২১-২১৪—যেহেতু, জনাব মোঃ আল ইমরান হোসেন (বিপি-৮৮১৭১৯৫২৪৭), সহকারী পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর চাকরিতে যোগদানের পূর্বে আরিফা আক্তার গোধূলী কে ৪,০০,০০০/- (চার) লক্ষ টাকা দেনমোহর ধার্য করে ০৪-০৮-১১ তারিখে বিয়ের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেন। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঢাকা জেলার সাভারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে অবস্থিত গেরুয়া গ্রামে বাসা ভাড়া করে বসবাস করেন। তিনি ২০১৩ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর অধীনে বিসিএসসহ প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদের জন্য একাধিক পরীক্ষায় অংশগ্রণ করার লক্ষ্যে ফরম পূরণ এর সময় নিজেকে অবিবাহিত মর্মে তথ্য দেন। তিনি ৩৫ তম বিসিএস (পুলিশ) এ যোগদান করেন এবং বিসিএস পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় নিজেকে অবিবাহিত মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত হয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদানের সময়ও নিজেকে অবিবাহিত মর্মে তথ্য দেন। তিনি পুলিশ একাডেমি সারদা হতে ট্রেনিং শেষে বিবাহের অনুষ্ঠান করবেন মর্মে অভিযোগকারীকে আশ্বাস দেন। এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ডাটাবেজে নিজেকে অবিবাহিত মর্মে তথ্য প্রদান করেন। তার শিক্ষানবিশকাল শেষে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুরে বদলি হলে সেখানে প্রদত্ত তথ্য ফরমেও নিজেকে অবিবাহিত মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদায় প্রশিক্ষণ শেষ করে এসএমপি, সিলেট এ শিক্ষানবিশ হিসেবে বদলি হন। কিন্তু স্ত্রীর নিকট তার অবস্থান কখনও সিলেট বা চট্টগ্রাম মর্মে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন। তার এরূপ কর্মকাণ্ড সর্ম্পকে অভিযোগকারী পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশকে অবগত করেন এবং ২৬-০১-২০২০ তারিখ বিয়ের স্বীকৃতি চেয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন পরবর্তীতে ২৮-০১-২০২০ তারিখ তিনি রংপুর নোটারী পাবলিক কার্যালয়ে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের সিদ্ধান্ত এফিডেফিট করতঃ তালাক প্রদানের নোটিশ প্রদান করেন। বর্ণিত বিষয়ের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৪-০৬-২০২১ তারিখে ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২০.২১-১৪৭ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৪-০৭-২০২১ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং ১৯-০৭-২০২২ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু তিনি ধার্যকৃত তারিখে শুনানিতে উপস্থিত হননি এবং শুনানির জন্য পুনঃসময়ের আবেদনও করেননি।

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক উক্ত বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত পাওয়া গেছে;

৪। সেহেতু, সার্বিক পর্যালোচনান্তে জনাব মোঃ আল ইমরান হোসেন (বিপি-৮৮১৭১৯৫২৪৭), সহকারী পুলিশ কমিশনার, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, রংপুর এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের জন্য "১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" লগুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪৩১/২৩ এপ্রিল ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭.৬৮১–নরসিংদী জেলার সদর থানার মামলা নং-১৪, তারিখ: ০৬-১০-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা পাসপোর্ট (অপরাধ) আইন, ১৯৫২ এর ৩(১)(চ) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নরসিংদী-এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে বর্ণিত মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের নিমিত্ত ১৯৫২ সালের পাসপোর্ট অপরাধ আইনের ৩(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং ১৪/২০২৪/কাস্টমস/১৫৪—The Customs Act, 1969, (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আখাউড়া স্থলবন্দরে অবস্থিত মেসার্স ইম্পালা বাংলাদেশ লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-০২/কাস-পি.বি.ডব্লিউ/আখাউড়া/২০১৯, তারিখ: ১৫.০৯.২০১৯ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণির অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো:

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (ইউএস ডলার)
১	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	১০,০০০.০০
২	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস (মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	১৫,০০০.০০
৩	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	০০
৪	কনফেকশনারী, ইলেক্ট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন-অ্যালকোহলিক বেভারেজ	০০
	সর্বমোট	২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার ইউএস ডলার)

মুহা: মাহবুবুর রহমান
প্রথম সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১২ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৬ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০৩১.১৭.৬৬—সোনালী ব্যাংক পিএলসি-এর সাবসিডিয়ারী কোম্পানি সোনালী ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব শিহাব উদ্দিন আহমদ, সিনিয়র সহকারী সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সম্প্রতি অন্যত্র বদলি হওয়ায় তাঁর স্থলে জনাব আল-ইমরান রুহুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে উক্ত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক পদে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০৩১.১৭.৬৭—জনতা ব্যাংক পিএলসি-এর সাবসিডিয়ারী কোম্পানি জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব এ,বি,এম, রওশন কবীর, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সম্প্রতি অন্যত্র বদলি হওয়ায় তাঁর স্থলে জনাব মোঃ জেহাদ উদ্দিন, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে উক্ত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক পদে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৪ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০১০.২১.৩৪৯—যেহেতু, জনাব প্রমথ রঞ্জন ঘটক (পরিচিতি নং-১৭৫১১), উপপ্রধান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা এবং প্রাক্তন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর বিগত ২৮-০৬-২০২০ হতে ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত মাদারীপুরের ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ০৬/২০১৭-২০১৮ নম্বর এল.এ. কেসে শিবচর উপজেলার নিম্নবর্ণিত ০৫(পাঁচ)টি চেক প্রদান করেছেন যা সরকারি ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত জমি:

ক্রমিক নম্বর	চেক গ্রহীতার নাম ও পিতার নাম	চেক নম্বর ও তারিখ	ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ
০১	মতি শেখ পিং মৃত কাদের শেখ	চেক নম্বর-১৫৮৬৮৫ তারিখঃ ৩০-০৬-২১	১,৮০,১৪,৮৯১/-
০২	মোঃ রাজ্জাক মোল্লা পিং মৃত ইশদালী মোল্লা	চেক নম্বর-১৫৮৬৮৭ তারিখঃ ৩০-০৬-২১	১,৮০,১৪,৮৯১/-
০৩	আঃ হাকিম শেখ পিং মৃত কাদের শেখ	চেক নম্বর-১৫৮৬৮৪ তারিখঃ ৩০-০৬-২১	১,৮০,১৪,৮৯১/-
০৪	রমিজদ্দিন হাওলাদার পিং মৃত হামিদ হাওলাদার	চেক নম্বর-১৫৮৬৮৬ তারিখঃ ৩০-০৬-২১	১,৫৮,৫৩,১০৪/-
০৫	মোঃ সাওন পিং আব্দুল বারেক টিপু	চেক নম্বর-১৫৮৬৮৮ তারিখঃ ৩০-০৬-২১	৩৬,০২,৯৬৮/-

মাগুরখন্ড, শাহবাজনগর, চরচান্দা মৌজাসহ অন্যান্য মৌজার বন্দোবস্তকৃত খাসজমির ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান না করার জন্য জেলা প্রশাসকের মৌখিক নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্দেশনা অমান্য করে ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্য করেছেন। ইস্যুকৃত চেকসমূহের ক্ষমতাপত্র সম্পাদন ১১-০৭-২০২১ তারিখে হলেও তিনি পিছনের তারিখ ৩০-০৬-২০২১ তথা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর হতে তার অবমুক্তির তারিখ উল্লেখপূর্বক চেকে স্বাক্ষর করেছেন। ক্ষতিপূরণের পাঁচটি নথিতে ক্ষমতা অর্পণ ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির আবেদনে স্বাক্ষরের গরমিল থাকা সত্ত্বেও বিধি মোতাবেক সঠিকভাবে কাগজপত্র যাচাই না করে তিনি অবৈধ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সরকারি ১নং খাস খতিয়ানের জমির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের চেকে স্বাক্ষর করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নামে এওয়ার্ড থাকা সত্ত্বেও এওয়ার্ড সংশোধন না করে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে তিনি সরকারের জমির বিপরীতে ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করেছেন। এরূপে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন-২০১৭ এর নির্দেশনা অমান্য করে ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করে আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে সরকারের আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশ আবজ্ঞা করেছেন। মাগুরখন্ড মৌজার কোনো বিল দেওয়া যাবে না তা জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষমতাপত্রের মাধ্যমে সরকারি কোষাগার হতে অবৈধভাবে ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭ শত ৪৫ টাকার বিল উত্তোলনে সহযোগিতা করেছেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব প্রমথ রঞ্জন ঘটক (১৭৫১১)-এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ০৪-০৮-২০২১ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১১.২৭.০১৯.১৯-৪৭৫ নং স্মারকের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। সে অনুযায়ী জনাব প্রমথ রঞ্জন ঘটক (১৭৫১১)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক ‘‘অসদাচারণ’’ ও ‘‘দুর্নীতি পরায়ণতা’’ এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নপূর্বক তার নিকট প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব প্রমথ রঞ্জন ঘটক (১৭৫১১) অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে জবাব দাখিলের জন্য সময় বর্ধিতকরণের আবেদন করেন। তার সময় বর্ধিতকরণের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১-১১-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত বোর্ড তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করলে তদন্ত বোর্ডের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে কিছু অসংগতি থাকায় একই তদন্ত বোর্ডকে পুনঃতদন্ত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়। তদন্তবোর্ড পুনঃতদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করলে দাখিলকৃত পুনঃতদন্ত প্রতিবেদনে জনাব প্রমথ রঞ্জন ঘটক (১৭৫১১)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো মতামত না থাকায় সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়। তদন্তবোর্ড সুস্পষ্ট মতামতসহ দাখিলকৃত পুনঃতদন্ত প্রতিবেদনের মতামত অংশে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব প্রমথ রঞ্জন ঘটক (১৭৫১১)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক ‘‘অসদাচরণ’’ এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং পেছনের তারিখ উল্লেখপূর্বক চেক স্বাক্ষর করার বিষয়টি অসৎ উদ্দেশ্যে (ill motive) করা হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হয়েছে-যা দুর্নীতিপরায়ণতার শামিল; এবং

যেহেতু, জনাব প্রমথ রঞ্জন ঘটক (১৭৫১১)-এর বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলা এবং আইন সংগত কারণ ব্যতিরেকে সরকারের আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশ অবজ্ঞাকরণের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী ''অসদাচারণ'' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি অনুযায়ী কেন তাকে চাকরি হতে বরখাস্তকরণ বা অন্য যথোপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না সে মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাকে অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ক) বিধি মোতাবেক ''০৩(তিন) বছরের জন্য নিম্ন পদে অবনমিতকরণ'' অর্থাৎ সিনিয়র সহকারী কমিশনার/ সিনিয়র সহকারী সচিবের নিম্নপদ সহকারী কমিশনার/ সহকারী সচিব পদে বেতন স্কেলের ৯ম গ্রেডে ২২০০০/- টাকা মূল বেতনে ০৩(তিন) বছরের জন্য অবনমিতকরণ শীর্ষক গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর ৬নং প্রবিধান মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে সহমত পোষণ করে; এবং

যেহেতু, জনাব প্রমথ রঞ্জন ঘটক (১৭৫১১), উপপ্রধান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা এবং প্রাক্তন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর-এর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ Rules of Business, 1996 এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের Rule-7 এবং Schedule-IV এর ক্রমিক ১৫ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিধায় একই Schedule এর ক্রমিক ১৭ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ১৩৫(১) অনুযায়ী এ বিভাগীয় মামলায় জনাব প্রমথ রঞ্জন ঘটক (১৭৫১১)-কে গুরুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন/সম্মতি প্রদান করেন।

সেহেতু, জনাব প্রমথ রঞ্জন ঘটক (পরিচিতি নং-১৭৫১১), উপপ্রধান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা এবং প্রাক্তন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ক) বিধি অনুযায়ী ''০৩(তিন) বছরের জন্য নিম্ন পদে অবনমিতকরণ'' অর্থাৎ সিনিয়র সহকারী কমিশনার/ সিনিয়র সহকারী সচিবের নিম্নপদ সহকারী কমিশনার/ সহকারী সচিব পদে বেতন স্কেলের ৯ম গ্রেডে ২২০০০/- টাকা মূল বেতনে ০৩(তিন) বছরের জন্য অবনমিতকরণ শীর্ষক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো; মেয়াদকাল সমাপ্তিতে তিনি পূর্বের পদে বহাল হবেন; ভবিষ্যতে তিনি এর জন্য কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না এবং পদাবনতি বলবৎ থাকার সময় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির জন্য গণনাযোগ্য হবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৮ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি.।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৫.২৪-৫৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব নুরুল আলম, জন্ম তারিখ: ০৬/০৬/১৯৯৪ খ্রিঃ, পিতা-সিরাজুল ইসলাম, মাতা-রাবিয়া বেগম, গ্রাম-যশপুর, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর-নালঘর বাজার, উপজেলা-চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ০৪ নং শ্রীপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৮.৭৫(১/১)-৫৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব ওবাইদুল, জন্ম তারিখ: ০৫/০৫/১৯৯৭ খ্রিঃ, পিতা-আনোয়ার হোসেন, মাতা-সূর্যভানু, গ্রাম-নতুনপাড়া, গাঙ্গামতি, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর-নতুনপাড়া, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ০৯ নং ধুলাসার ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী

সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৪ মার্চ ২০২৪ খ্রি.।

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৮৮.১৬.১০০—সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে কর্মরত উপপরিচালক জনাব মোঃ অহিদুজ্জামান বিশ্বাস (পরিচিতি নম্বর ০৮৫) এর বিরুদ্ধে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961' এর রুল ৭ এর সাব-রুল ২ অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ডি-১৮/১২/২০২৩-এ উক্ত রুলস্ এর রুল ৮ এর সাব-রুল ১(এ) অনুযায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ০৪ জুলাই ২০২৩ তারিখের ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৮৮.১৬.৪৬৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত তিরস্কার দণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'confirm the order' আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম

সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৪ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৮ মার্চ ২০২৪ খ্রি.।

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৪৪.২২.১১০—বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিএ-৭১০০ লে. কর্নেল এ এস এম আল ইমরান, পিএসসি, জি+, আর্টিলারি-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট রুলস ৯(এ) এবং আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) ও ২৬১ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের বরখাস্ত কার্যকর হবে।

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১০৪.২১.১১১—বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিএ-৮০৮১ মেজর খাদিজা ফারজানা, অর্ডন্যান্স-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট রুলস ৯(এ) এবং আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) ও ২৬১ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের বরখাস্ত কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ

উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৬ ফাল্গুন ১৪৩০/২৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৪

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৮.২২-১১০—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার পারভেজ (পরিচিতি নম্বর ৬০২২৭৮), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগ, ঝিনাইদহ (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ সড়ক উপ-বিভাগ-২) "সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখী) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসেবে ডিপিপি প্রণয়নের সাথে জড়িত ছিলেন; এবং

যেহেতু, গত ১৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে "সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি) ধুনট (সোনামুখী) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন এবং সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটির অনুমোদন পরবর্তী সময়ে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে সড়ক বিভাগ সিরাজগঞ্জ অংশে সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) সড়কের প্রস্তাবিত এলাইনমেন্টের '৩টি' এবং সিরাজগঞ্জ(বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখী) (জেড-৫৪০৫) সড়কের প্রস্তাবিত এলাইনমেন্টের ১১টি মৌজাসহ সর্বমোট ১৪টি মৌজার নাম ডিপিপিতে নেই। এছাড়া ৩টি মৌজা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাদপড়া মৌজার প্রয়োজনীয় ভূমি অন্তর্ভুক্ত করে এবং অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত জমি বাদ দিয়ে সড়ক বিভাগ, সিরাজগঞ্জ অংশে এজন্য ২৩.০০ একর ভূমি এবং সড়ক বিভাগ, বগুড়া অংশে ৫.২৩০ একর ভূমি প্রয়োজন হবে। তাই অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত মৌজা (৩টি) বাদ দিয়ে বাদপড়া মৌজা (১৪টি) অন্তর্ভুক্তির কারণে ডিপিপি সংশোধন করে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোনো শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না, কিংবা তার বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের উপসচিব, জনাব মোঃ মনিরুল আলম-কে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেত, সড়কটি বন্যাপ্রবণ এলাকা ও যমুনা নদীর তীরবর্তী হওয়ায় ডিপিপিতে যে পরিমাণ কনক্রিট স্লোপ প্রটেকশন ধরা আছে তার চেয়ে সিরাজগঞ্জ অংশে আরো অতিরিক্ত ৮৮০০.০০ বর্গমিটার এবং বগুড়া অংশে ২৪০০০.০০ বর্গমিটার সর্বমোট ৩২৮০০.০০ বর্গমিটার কনক্রিট রক্ষাপ্রদ কাজের প্রয়োজন হয়, সড়ক বিভাগ, বগুড়া অংশের প্যাকেজ নং-০৯ এবং ১০ এ অতিরিক্ত আরসিসি বিটেইনিং ওয়াল ২৪০০.০০ মিটার এবং ব্রিক টো-ওয়াল ৩০০০.০০ মিটার সড়ক প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় গুপ্ত ৩টি কালভার্ট প্রশস্তকরণ এবং নিরাপদ ও সহজ ট্রাফিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ট্রাফিক সাইন স্থাপনের জন্য নতুন একটি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার পারভেজ (পরিচিতি নম্বর ৬০২২৭৮), নির্বাহী প্রকৌশলী সওজ, ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগ, ঝিনাইদহ (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ সড়ক উপ-বিভাগ-২) এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ০২ মে ২০২৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত লিখিত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব এবং ডিপিপি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে কোনো সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। ডিপিপি প্রণয়নের ০৫(পাঁচ) বছর পর কাজ শুরু করা হয়। সে কারণে বাস্তব প্রয়োজনে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কাজের হ্রাস বৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন প্রণয়ন সংক্রান্ত অভিযোগ দুইটি প্রমাণিত হয়নি। তার দোষ স্বীকারের বিষয়টি আনুগত্য এবং শিষ্টাচারজনিত ভূমি অধিগ্রহণ প্রাক্কলন বিষয়ে কর্তব্য অবহেলা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি শুধুমাত্র সার্ভেয়ারের প্রতিবেদনের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করায় ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলনে স্বাক্ষর করেছেন। সমীক্ষা ব্যতীত প্রকল্প প্রণয়ন এবং ডিজাইন অনুমোদনের ০৫(পাঁচ) বছর পর কাজ শুরু করতে গেলে এ ত্রুটি ধরা পরে। জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার পারভেজ (পরিচিতি নম্বর ৬০২২৭৮), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগ, ঝিনাইদহ (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ সড়ক উপ-বিভাগ-২) শুধু সার্ভেয়ারের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর না করে তাকে নিয়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করলে এ ত্রুটি হতো না। এখানে তার কর্তব্য অবহেলা হয়েছে যা লঘুদন্ড আরোপযোগ্য অসদাচরণ; এবং

এখনে জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার পারভেজ (পরিচিতি নম্বর ৬০২২৭৮), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগ, ঝিনাইদহ (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ সড়ক উপ-বিভাগ-২) এর বিরুদ্ধে আনীত ত্রুটিপূর্ণ ডিপিপি প্রণয়নের অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পর্যালোচনায় "সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখী) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর যথাযথ যাচাই ব্যতিরেকে সার্ভেয়ারের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে সরেজমিন পরিদর্শন না করায় তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন। এ ধরনের আচরণ কর্তব্য অবহেলাজনিত অসদাচরণ হলেও তা গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য নয়।

এমতাবস্থায়, সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার পারভেজ (পরিচিতি নম্বর ৬০২২৭৮), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগ, ঝিনাইদহ (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ সড়ক উপ-বিভাগ-২)-কে লঘুদন্ড হিসেবে তিরস্কার (Censure) দন্ড প্রদান করা হলো এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৩ বৈশাখ ১৪৩১/১৬ এপ্রিল ২০২৪

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৯.২৩-১২৭—যেহেতু, জনাব শওকত আরা খান (পরিচিতি নং-০০০৯১১), টেবুলেশন পরিসংখ্যানবিদ, সওজ, রোড ইউজার কস্টস্ ডিভিশন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা এর অনুকূলে অস্ট্রেলিয়ার Charless Darwin University তে Master on Data Science এ অধ্যয়নের জন্য ০১ বছর (১০-০১-২০২২ হতে ০৯-০১-২০২৩ পর্যন্ত) এর অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয়। ছুটির মেয়াদ শেষে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মস্থলে যোগদান করেন নি এবং তাকে দেশে ফেরৎ এসে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোনো জবাব দাখিল করেন নি। বিনা অনুমতিতে ১০-০১-২০২৩ তারিখ থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ১২(১) বিধি অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তার এরূপ আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) ও (চ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর আওতাভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রস্তুত করে বিভাগীয় মামলা (মামলা নম্বর ০৪/২০২৩) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী কেন তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এর জবাব লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কি-না তা-ও লিখিতভাবে জানানোর জন্য বলা হয়। জনাব শওকত আরা খান (পরিচিতি নং-০০০৯১১), টেবুলেশন পরিসংখ্যানবিদ, সওজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো জবাব দাখিল করেননি বা ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেননি।

যেহেতু, জনাব শওকত আরা খান (পরিচিতি নং-০০০৯১১), টেবুলেশন পরিসংখ্যানবিদ, সওজ এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(৩) বিধি মোতাবেক সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপসচিব জনাব এ এম এম রিজওয়ানুল হক-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ০৪-১০-২০২৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়;

যেহেতু, জনাব শওকত আরা খান (পরিচিতি নং-০০০৯১১), টেবুলেশন পরিসংখ্যানবিদ, সওজ এর বরাবর অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী এবং তদন্ত প্রতিবেদনের কপি প্রেরণপূর্বক তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে কেন তাকে গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না সে মর্মে একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানো হয় এবং ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তিনি জবাব দাখিল করেন নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তার নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পাওয়া যায়নি এবং তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এতদবিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক জনাব শওকত আরা খান (পরিচিতি নং-০০০৯১১), টেবুলেশন পরিসংখ্যানবিদ, সওজ, রোড ইউজার কস্টস্ ডিভিশন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-কে "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে ০৭-০২-২০২৪ তারিখের ৮০.০০.০০০০.১১৩.৩৪.০২৮.২৩-৩১ নম্বর স্মারকে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, জনাব শওকত আরা খান (পরিচিতি নং-০০০৯১১), টেবুলেশন পরিসংখ্যানবিদ, সওজ, রোড ইউজার কস্টস্ ডিভিশন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে সারসংক্ষেপ মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে প্রেরণ করা হলে তিনি সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

সেহেতু, এক্ষণে জনাব শওকত আরা খান (পরিচিতি নং-০০০৯১১), টেবুলেশন পরিসংখ্যানবিদ, সওজ, রোড ইউজার কস্টস্ ডিভিশন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ গত ১০-০১-২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪৩০/২৮ মার্চ ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৪.২০২০-১৬৭—যেহেতু, জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান (বিপি নং-৮৮১৪১৬৬২৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, সিলেটে সংযুক্ত (সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, মীরসরাই সার্কেল, চট্টগ্রাম) ইংরেজী নববর্ষ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ৩১-১২-২০১৯ তারিখ তিনি মোটর সাইকেলযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেকপোষ্ট এলাকা দিয়ে জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টাকালে কর্তব্যরত পুলিশ তার আইডিকার্ড দেখতে চাইলে তিনি তাদের গালিগালাজ করেন এবং জোরপূর্বক প্রবেশ করতে চেষ্টা করেন। তার চিৎকার চেচামেচি শুনে অফিসার ইনচার্জ, শাহাবাগ থানাসহ অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জনাব কৃষ্ণ পদ রায়, বিপিএম (ক্রাইম এন্ড অপস) চেকপোষ্টের সামনে গিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেন এবং অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। পরবর্তীতে তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর রেজিঃ নং ১৩১২/৪১৬৬২, টিকিট নং ৫৮৯৫৭৭, তারিখ ৩১-১২-২০১৯ মূলে হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে মেডিকেল অফিসার তার শরীরে Alcohol Poison admit 702 iv s/w পেয়েছেন মর্মে মতামত প্রদান করেন। তিনি গত ০৫-০২-২০২০ তারিখ সিলেট রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সিলেট রিক্রুটমেন্ট এন্ড ট্রেনিং শাখায় এসআই (নিরস্ত্র) শ্রী সত্যজিৎ চক্রবর্তী এবং ষ্টেনোগ্রাফার কামাখ্যা চরণ দেব এর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। এছাড়াও ঐদিন তিনি ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জের উপস্থিতিতে ষ্টেনোগ্রাফার কামাখ্যা চরণ দেবকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি এবং তার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। তিনি গত ২৭-০২-২০২০ তারিখ রাতে সিলেট তালতলাস্থ গুলশান হোটেলে অপর চারজন বন্ধুসহ রাতভর মদপান এবং উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করে আবাসিক হোটেলের পরিবেশ নষ্ট করেন। উপরোক্ত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গত ২৭-১০-২০২০ তারিখ ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৪.২০২০-২০৯ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান (বিপি নং-৮৮১৪১৬৬২৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার-কে ২৪-০৮-২০২০ তারিখ ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৪.২০২০-১৩৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি বিবেচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ২১.১২.২২ তারিখে বর্ণিত বিভাগীয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান (বিপি নং-৮৮১৪১৬৬২৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, সিলেটে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন। অভিযোগের গুরুত্ব ও অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি অনুসারে তাকে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তার মতামত, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে অভিযুক্তের জবাব পর্যালোচনান্তে অভিযুক্তকে লঘুদণ্ডে দণ্ডিত করা যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয়।

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান (বিপি নং-৮৮১৪১৬৬২৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, সিলেটে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লগুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৪.২০২০-১৬৮—জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান (বিপি নং-৮৮১৪১৬৬২৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, সিলেটে সংযুক্ত ইতিঃপূর্বে সহকারী পুলিশ সুপার, মীরসরাই সার্কেল, চট্টগ্রাম-কে এ বিভাগের ২৪.০৮.২০২০ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৪.২০২০-১৩৩ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার আদেশটি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি. এস. আর) পার্ট-১, বিধি-৭২, ৭৩ এবং সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(৩) মোতাবেক প্রত্যাহার করা হলো।

২। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১২৮.২৩-১৬৯—যেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আলম চাঁদ (বিপি-৭২০১০৬৮৩১১), বর্তমানে জেলা গোয়েন্দা শাখা, ভোলা জেলা ইতঃপূর্বে অফিসার ইনচার্জ, কালিগঞ্জ থানা, গাজীপুর হিসেবে কর্মকালে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৭৩/২০২০, তারিখ ১১/১০/২০২০ রুজু করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত লিখিত জবাব, মৌখিক বক্তব্য, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুযায়ী আগামী ০৩(তিন) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ০৭.০৩.২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেত, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আলম চাঁদ (বিপি-৭২০১০৬৮৩১১), বর্তমানে জেলা গোয়েন্দা শাখা, ভোলা জেলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক ০৩ (তিন) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" লঘুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২০.২৩-১৭০—যেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব আহম্মেদ কবীর হোসেন (বিপি-৬৮৯৩০৩৪৫১৪), বর্তমানে নেত্রকোনা জেলা হতে বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশপ্রাপ্ত ইতঃপূর্বে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১৩২/২০২০, তারিখ ২৩.১১.২০২০ রুজু করা হয়। অভিযোগের অনুসন্ধান প্রতিবেদন, মৌখিক বক্তব্য, ব্যাখ্যা তলবের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুষাঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ০৭-০২-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব আহম্মেদ কবীর হোসেন (বিপি-৬৮৯৩০৩৪৫১৪), বর্তমানে নেত্রকোনা জেলা হতে বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশপ্রাপ্ত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩ (খ) মোতাবেক 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' গুরুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪৩০/০৮ এপ্রিল ২০২৪

নং ৫৮.০০.০০০০.০৮৫.০৪.০৬০.১৯(অংশ-২)-২৪৩—সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি নম্বর-৬৩০৬/এ এম. ডি. জিয়াউল ইসলাম (মুন্না) (ড. জিয়াউল ইসলাম মুন্না)'র মুক্তির বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদন এবং আইন ও বিচার বিভাগের মতামতের আলোকে The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)- এর ধারা ৪০১(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিশেষ আদালত নং-৫, ঢাকা এর বিশেষ মামলা নং-১৮/২০১৭-এ প্রদত্ত এম. ডি. জিয়াউল ইসলাম (মুন্না) (ড. জিয়াউল ইসলাম মুন্না)'র দণ্ডাদেশ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ১৫-০৪-২০২৪ তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য নির্দেশক্রমে স্থগিত করা হলো;

(ক) উক্ত সময়ে তিনি দেশের বাইরে গমন করতে পারবেন না; এবং

(খ) চিকিৎসার প্রয়োজনে দেশে চিকিৎসা গ্রহণ করবেন।

নং ৫৮.০০.০০০০.০৮৫.২৩.০০২.২৪-২৪৫—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পবিত্র ঈদুল ফিতর, ২০২৪ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অপরাধে দন্ডিত অর্ধেকের বেশি সাজাভোগকৃত নিম্নবর্ণিত ০৬(ছয়) জন কয়েদির অবশিষ্ট কারাদন্ড ও জরিমানা মওকুফ করা হয়েছে:

ক্র. নং	কয়েদি নম্বর, নাম, পিতার নাম, বয়স ও মামলা নম্বর	কারাগারের নাম	মন্তব্য
১.	কয়েদি নং-৮০৫/এ, রায়হান আহমদ @ মোক্তার, পিতা-ফরিদ মিয়া, বয়স-২৪ বছর, জি.আর মামলা নং-২২৫/২০	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	..
২.	কয়েদি নং-৪৩০/এ, মো: জয়নাল মিয়া, পিতা-মৃত আব্দুল কালাম, বয়স-৩৫ বছর, জি,আর মামলা নং-২৭/১৮	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	..
৩.	কয়েদি নং-৩২৩/এ, ইসলাম উদ্দিন, পিতা-মৃত আব্দুল কাদির, বয়স-২৪ বছর, জি,আর মামলা নং-৯৫/১৯	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	..
৪.	কয়েদি নং-৩৯২৫/এ, আঞ্জুবুন্নেছা, স্বামী-মুছব্বির আলী, বয়স-৭৬ বছর, জি,আর মামলা নং-৯৫/১৯৯৩	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	..
৫.	কয়েদি নং-৮৬৪০/এ, নুর উদ্দিন @ নুরন, পিতা-সোনা উল্ল্যাহ, বয়স-৭০ বছর, জি,আর মামলা নং-১৮৬/২০০০	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	..
৬.	কয়েদি নং-৯২২৩/এ, হাফিজুর রহমান, পিতা-আব্দুল কাদের, বয়স-৫০ বছর, জি,আর মামলা নং-৩৩৫/৯৮	সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার	..

২। অন্য কোনো কারণে উপরোক্ত কয়েদিগণকে আটক রাখার আবশ্যকতা না থাকলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৩। এ প্রজ্ঞাপন যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
উপসচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৬ ফাল্গুন ১৪৩০/১০ মার্চ ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২৪-৪৭৬—ঢাকা জেলার গুলশান থানার মামলা নং-০৪, তারিখ:-০২-০৩-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২৪.৪৭৭—মৌলভীবাজার জেলার সদর থানার মামলা নং-১৫, তারিখঃ- ১৬-১০-২০২১ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬ (২)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২৪.৪৭৮—ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানার মামলা নং-১৪, তারিখঃ ২৬-০৬-২০২২ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪৩০/২৪ মার্চ ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৬.২৪.৫৪৬—বগুড়া জেলার সদর থানার মামলা নং-৭০, তারিখঃ ১৬-০২-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৭(৩)/৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৭.১৯.৫৪৮—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, শরীয়তপুর-এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে শরীয়তপুর জেলার পালং মডেল থানার মামলা নং-০৫/২২, তারিখঃ ০৬-১০-২০২২ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন অধিশাখা-৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/০২ জুন ২০২৪

নং **২৫.০০.০০০০.০২০.৯৯.০১২.১৭-৮৪৩**—গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্লট/উপ-প্লট/খন্ড জমি/ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট/ ফ্লোরস্পেস/দোকান ইত্যাদির হস্তান্তর অনুমতি, নামজারির অনুমতি, বাণিজ্যিক ব্যবহারের অনুমতিসহ অন্যান্য সেবা প্রদান ফি NTR (Non Tax Revenue) নিম্নোক্তভাবে পুন:নির্ধারণ করা হলো:

(ক) হস্তান্তর অনুমতি ফি (আবাসিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্লট/উপ-প্লট/খন্ড জমি/ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্টস/ফ্লোরস্পেস/দোকান)

ক্রম	এলাকার নাম	প্লট/উপ-প্লট/খন্ড জমি (প্রতি কাঠা)	ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট/ফ্লোরস্পেস/দোকান (প্রতি বর্গফুট)
১	২	৩	৪
১।	ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা	আবাসিক-২,৬০,০০০/- (দুই লক্ষ ষাট হাজার) টাকা	আবাসিক-২৬০/- (দুইশত ষাট) টাকা
		বাণিজ্যিক-৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা	বাণিজ্যিক-১০০০/- (এক হাজার) টাকা
২।	তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা	বাণিজ্যিক প্লট-৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা	বাণিজ্যিক-১০০০/- (এক হাজার) টাকা
		শিল্প প্লট-৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা	শিল্প প্লট-৮০০/- (আটশত) টাকা
৩।	খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা (১০০ ফুট রাস্তার পার্শ্বে), ঢাকা	আবাসিক-১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা	আবাসিক-২০০/- (দুইশত) টাকা
		বাণিজ্যিক-২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা	বাণিজ্যিক-৫০০/- (পাঁচশত) টাকা
৪।	খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা (অনধিক ১০০ ফুট রাস্তার পার্শ্বে), ঢাকা	আবাসিক-১,৩০,০০০/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা	আবাসিক-১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা
		বাণিজ্যিক-১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা	বাণিজ্যিক-৪০০/- (চারশত) টাকা
৫।	রাজারবাগ পুনর্বাসন এলাকা (বিশ্বরোড সংলগ্ন), ঢাকা	আবাসিক-১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা	২০০/- (দুইশত) টাকা
৬।	রাজারবাগ পুনর্বাসন এলাকা (ভিতরের ৪০ ফুট ও অভ্যন্তরীণ রাস্তার পার্শ্বে), ঢাকা	আবাসিক-১,৩০,০০০/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা	১৬০/- (একশত ষাট) টাকা

১	২	৩	৪
৭।	হাজারীবাগ শিল্প এলাকা, ঢাকা	আবাসিক-২,৯০,০০০/- (দুই লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা	আবাসিক-৩২০/- (তিনশত বিশ) টাকা
		বাণিজ্যিক-৩,৬০,০০০/- (তিন লক্ষ ষাট হাজার) টাকা	বাণিজ্যিক-৮০০/- (আটশত) টাকা
৮।	মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা	বাণিজ্যিক-১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা
৯।	নবাবপুর বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা	বাণিজ্যিক-১০০০/- (এক হাজার) টাকা
১০।	কক্সবাজার আবাসিক এলাকা	১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা	আবাসিক-৪০০/- (চারশত) টাকা
১১।	শেরে বাংলা নগর/আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা	আবাসিক-৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা	আবাসিক-৩০০/- (তিনশত) টাকা
		প্রাতিষ্ঠানিক/বাণিজ্যিক-৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা	প্রাতিষ্ঠানিক/বাণিজ্যিক-৮০০/- (আটশত) টাকা
১২।	চট্টগ্রাম আবাসিক এলাকা	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা	২০০/- (দুইশত) টাকা
১৩।	চট্টগ্রাম বাণিজ্যিক এলাকা	৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা	বাণিজ্যিক-৮০০/- (আটশত) টাকা
১৪।	চট্টগ্রাম শিল্প এলাকা (বায়েজিদ বোস্তামী/নাসিরাবাদ)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা	শিল্প-৮০০/- (আটশত) টাকা

(খ) নামজারির অনুমতি ফি (আবাসিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্লট**/উপ-প্লট/খন্ড জমি/ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্টস/ফ্লোরস্পেস/দোকান)**

ক্রম	এলাকার নাম	প্লট/উপ-প্লট/খন্ড জমি	ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট/ফ্লোরস্পেস/দোকান (প্রতি বর্গফুট)
১	২	৩	৪
১।	ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা	(১) ৫ কাঠা পর্যন্ত আবাসিক-২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা বাণিজ্যিক-৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা (২) ১০ কাঠা পর্যন্ত আবাসিক-৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা বাণিজ্যিক-৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা (৩) ১৫ কাঠা পর্যন্ত আবাসিক-৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা বাণিজ্যিক-৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা (৪) ১৫ কাঠার উর্ধ্বে আবাসিক-৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা বাণিজ্যিক-৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা	(১) আবাসিক-২০ (বিশ) টাকা (২) বাণিজ্যিক-৩০ (ত্রিশ) টাকা
২।	তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা	(১) ৫ কাঠা পর্যন্ত শিল্প-২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা বাণিজ্যিক-৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা (২) ১০ কাঠা পর্যন্ত শিল্প-৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা বাণিজ্যিক-৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা (৩) ১৫ কাঠা পর্যন্ত শিল্প-৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা বাণিজ্যিক-৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা (৪) ১৫ কাঠার উর্ধ্বে শিল্প-৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা বাণিজ্যিক-৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা	(১) শিল্প-২০ (বিশ) টাকা (২) বাণিজ্যিক-৩০ (ত্রিশ) টাকা
৩।	খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা, ঢাকা	(১) আবাসিক-১২,০০০/- (বারো হাজার) টাকা (২) বাণিজ্যিক-২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা	(১) আবাসিক-১৫ (পনেরো) টাকা (২) বাণিজ্যিক-২৫ (পঁচিশ) টাকা

১	২	৩	৪
৪।	রাজারবাগ পুনর্বাসন এলাকা, ঢাকা	আবাসিক-১২,০০০/- (বারো হাজার) টাকা	আবাসিক-১৫ (পনেরো) টাকা
৫।	হাজারীবাগ আবাসিক এলাকা, ঢাকা	১২,০০০/- (বারো হাজার) টাকা	১৫ (পনেরো) টাকা
৬।	হাজারীবাগ শিল্প এলাকা, ঢাকা	২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা	২০ (বিশ) টাকা
৭।	মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা	৪০ (চল্লিশ) টাকা
৮।	নবাবপুর বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা	৩০ (ত্রিশ) টাকা
৯।	কক্সবাজার আবাসিক এলাকা	১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা	২০ (বিশ) টাকা
১০।	চট্টগ্রাম আবাসিক এলাকা	১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা	২০ (বিশ) টাকা
১১।	চট্টগ্রাম বাণিজ্যিক এলাকা	২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা	৩০ (ত্রিশ) টাকা
১২।	চট্টগ্রাম শিল্প এলাকা (বায়েজিদ বোস্তামী/ নাসিরাবাদ)	২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা	২৫ (পঁচিশ) টাকা
১৩।	অন্যান্য বিভাগীয় সদর	১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা	১০ (দশ) টাকা
১৪।	অন্যান্য শহর আবাসিক এলাকা	৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা	১০ (দশ) টাকা
১৫।	অন্যান্য শহর শিল্প এলাকা	১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা	১০ (দশ) টাকা
১৬।	অন্যান্য শহর বাণিজ্যিক এলাকা	১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা	২০ (বিশ) টাকা

(গ) **কনভার্সন ফি (আবাসিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্লট/উপ-প্লট/খন্ড জমি/ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্টস/ফ্লোরস্পেস/দোকান)**

ক্রম	এলাকার নাম	প্লট/উপ-প্লট/খন্ড জমি (প্রতি কাঠা)	ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্টস/ফ্লোরস্পেস/দোকান (প্রতি বর্গফুট)
১	২	৩	৪
১।	ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা	১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ) টাকা	১,০০০/- (এক হাজার) টাকা
২।	তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা	১,০০০/- (এক হাজার) টাকা
৩।	খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা, ঢাকা	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা	৪০০/- (চারশত) টাকা
৪।	রাজারবাগ পুনর্বাসন এলাকা, ঢাকা	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা	৪০০/- (চারশত) টাকা
৫	হাজারীবাগ আবাসিক এলাকা, ঢাকা	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা	৪০০/- (চারশত) টাকা
৬	হাজারীবাগ শিল্প এলাকা, ঢাকা	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা	৪০০/- (চারশত) টাকা
৭	মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা	৮০০/- (আটশত) টাকা
৮	নবাবপুর বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা	৮০০/-(আটশত) টাকা
৯	কক্সবাজার আবাসিক এলাকা	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা	৪০০/- (চারশত) টাকা
১০	চট্টগ্রাম আবাসিক এলাকা	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা	৪০০/- (চারশত) টাকা
১১	চট্টগ্রাম বাণিজ্যিক এলাকা	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা	৮০০/- (আটশত) টাকা
১২	চট্টগ্রাম শিল্প এলাকা (বায়েজিদ বোস্তামী/ নাসিরাবাদ)	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা	৮০০/-(আটশত) টাকা
১৩	অন্যান্য বিভাগীয় সদর	৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা	৪০০/- (চারশত) টাকা
১৪	অন্যান্য শহর আবাসিক এলাকা	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা	৪০০/- (চারশত) টাকা
১৫	অন্যান্য শহর শিল্প এলাকা	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা	৪০০/- (চারশত) টাকা
১৬	অন্যান্য শহর বাণিজ্যিক এলাকা	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা	৪০০/- (চারশত) টাকা

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। যা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন
যুগ্মসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৯ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৩ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭৯.২৪.৩০৩—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	ররোয়া	২১৪	৬৭১	১	শেরপুর	বগুড়া
২	কামালপুর	৯৮	২৩৮৬	৫	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
৩	হোসেনপুর	৩০	১৩৩২	২	গাবতলী	বগুড়া
৪	বরুজ	৪৭	১৩০৭	২	গাবতলী	বগুড়া
৫	কদমতলী	৪৮	১৪১০	২	গাবতলী	বগুড়া
৬	সাগাটিয়া	৫৮	১৭৩৪	২	গাবতলী	বগুড়া
৭	মেরু	৭৪	১২১৯	২	গাবতলী	বগুড়া
৮	সিলদাবাড়ী	৯৫	১৩২৯	২	গাবতলী	বগুড়া

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০১.২৪.৩০৪—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	মজ্ঞালাকুটি	৯৮	১৩৫৯	২	পীরগাছা	রংপুর
২	নিলুর খামার	১১	১৪৫৩	২	নাগেশ্বরী	কুড়িগ্রাম
৩	চাকির পাসার পাটক পাড়া	৬২	১৭১০	৩	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
৪	হায়াৎ খাঁ	১৭	৬৯৫	১	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
৫	ফকির মহাম্মদ	১১৯	২০১৭	৪	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
৬	সাতভিটা	১২২	১৪৭৭	২	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
৭	ডিমলা পদুমসহর	১১	৪৩৬৬	৪	সাঘাটা	গাইবান্ধা
৮	কিসমত সদর	৫০	৮৪৪	২	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
৯	চর চোরতাবাড়ী	৬৪	১২৯০	৪	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭৫.২৪.৩০৬—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	গাংচিল	৩৩	৫০২৪	২২	কোম্পানীগঞ্জ	নোয়াখালী

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭৩.২৪.৩০৮—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	পশ্চিম মহিষখোলা	৭৪	১২৭৪	৮	নড়াইল সদর	নড়াইল
২	বেন্দা	৪০	১৭৩১	৪	কালিয়া	নড়াইল
৩	দাতিয়াদহ	১৪	১৪৩৪	৩	মহম্মদপুর	মাগুরা
৪	ইদ্রাকপুর	৯৩	২৪৭৮	৪	মহেশপুর	ঝিনাইদহ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭৬.২৪.৩০৯—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	মোট খতিয়ান সংখ্যা	গেজেটযোগ্য খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	চর খামার	২৩	৮৮০	৮৮০	৩	জাজিরা	শরীয়তপুর
২	চর খোড়াতলা	২৪	৭৫৭	৭৫৭	২	জাজিরা	শরীয়তপুর

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭৪.২৪.৩১০—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	শিট সংখ্যা	জেলার নাম
১	পালিমা	১২৩	১৫৯৬	কালিহাতী	০২	টাঙ্গাইল
২	বরশিলা	১২৭	১৪৬৭	গোপালপুর	০১	টাঙ্গাইল
৩	পিরোজপুর	১৭৭	১৭২৩	মধুপুর	০৫	টাঙ্গাইল

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭৬.২৪.৩০৭—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955-এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	মোট খতিয়ান সংখ্যা	ইতপূর্বে গেজেটকৃত খতিয়ান সংখ্যা	গেজেটযোগ্য খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	খাটরা	১০৫	৫৪৯৬	৫৪৯৩	৩ (৮৩২, ৫০৩০, ৫০৩১)	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ	মহামান্য হাইকোর্ট ৯৯৫৭/২০১২ ও ৯০৩৪/২০১৬ নং রিট এবং মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের ৪৩২১-৪৩২২/ ২০১৭ নং লিভ টু আপীল নিষ্পত্তির প্রেক্ষিতে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
মনিটরিং অধিশাখা-১০

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১০ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৩ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আ: কো: ক:-২২/২০১৫/৭১**—মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং-৩০২৩/০৪ এবং কনটেম্পট মামলা নং-৩৯৫/১৫ এর রায়/আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ ৪ এর ২(গ) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখে বাংলাদেশ অতিরিক্ত গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা পৃষ্ঠা নম্বর ৯৭৬২ (২৫) ক্রমিক নম্বর ৯ এ প্রকাশিত পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'ক' তালিকা থেকে নিম্নবর্ণিত বাড়িটি অবমুক্ত করলেন।

তফশীল

জেলা: ঢাকা
থানা: মোহাম্মদপুর
এলাকা : লালমাটিয়া
ব্লক: এ
পরিত্যক্ত বাড়ি নম্বর: ৩/১২
জমির পরিমাণ: ৪৬০ বর্গগজ

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
অভিজিৎ রায়
উপসচিব।